চানাচুর

মরহুমা মিসেস এম, রহমান

প্রণীত

দাম বারো আনা

প্রকাশক—

'কাজী মহ্ম্মুদর রহমান

ফুরফুরা, হুগলী।

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

প্রিণ্টার

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী প্রেস

২৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমার দেবীপ্রতিমা জননীর জন্য

যাঁহার যত্নের অবধি ছিল না

যাঁহার শিক্ষায় আমার মাতা দেশ ও জাতিকে

ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন—

বাংলার সেই মনস্বিনী নারী

মিসেস্ আর, এস্, হোসেন সাহেবার

পবিত্র চরণে—

পিতৃদেব মৌলবী কাজী মহ্‌স্মুদর রমমান সাহেবের

নিদেশক্রমে

আমার স্বর্গগতা জননীর এই প্রাণের অর্ঘ্য

নিবেদিত হইল

মাহ্‌ফুজা খাতুন

নিবেদন

বাঙ্গলার খ্যাতনামা সুলেখিকা মুসলমান সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল কোহিনূর মসম্মত মসুদা খাতুন (মিসেস্, এম্, রহমান) গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৬ রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় কলিকাতা ৩।৫ বি, তালতলা লেনে, তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া অকালে জান্নাতবাসিনী হইয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। মসুদা খাতুন হুগলীর জজ আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল খান বাহাদুর মৌলবী মজহারুল আনোয়ার চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রাম নিবাসী পুণ্যশ্লোক কাজী বসিরর রহমান সাহেবের পুত্র শ্রীরামপুরের সবরেজেষ্ট্রার কাজী মহমুদর রহমান সাহেবের পত্নী ছিলেন। ইঁহার শ্বশুর একজন উচ্চ বংশীয় আয়মাদার ও দানশীল ফকির লোক ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ত্যাগ অসামান্য ছিল। মসম্মত মসুদা খাতুন এই উজ্জ্বল শ্বশুরবংশে আসিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহান-হৃদয়া মসুদা খাতুন শ্বশুরের ত্যাগ ও পরদুঃখকাতরতার গুণের সম্যক অধিকারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি ছিল—দেশমাতৃকার সেবা। ইনি সমস্ত হৃদয় দিয়া দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই স্বদেশ-প্রীতিতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ছিল না। ইনি দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, দেশবাসীকে ভালবাসিয়াছিলেন। জাতীয়তা ও স্বাধীনতা ছিল ইঁহার সাধনার মূল মন্ত্র। হিন্দু মুসলমান মিলনের ঋত্বিক মহাত্মা গান্ধি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ইনি মানব সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। ইঁহার লেখনীমুখে যে উদাত্তবাণী, স্বদেশ প্রীতির যে গৈরিক ধারা নিঃসৃত হইয়াছিল, আজিকার এই হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে তাহা একান্তই দুর্লভ।

সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী লেখিকা মিসেস্ আর, এস, হোসেন সাহেবা, মসুদা খাতুনের গুরুস্থানীয়া ছিলেন। ইঁহার সুশিক্ষার প্রভাবে মনস্বিনী মসুদা খাতুনের চরিত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল। মরহুমত মসুদা খাতুন মৃত্যুকালে একমাত্র গর্ভজাত কন্যা মরহুমত মহ্ ফুজা খাতুন ও ৬ বৎসর বয়স্ক একমাত্র দৌহিত্র শ্রীমান মহম্মদ আজিজ সুলতান কমরোজ্জমান চৌধুরীকে রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার দুই পালিত পুত্র (ইঁহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়) মিষ্টার কাজী আস্‌জেদর রহমান বি, এ, বি, এস, সি, (এডিনবার্গ) এসিসট্যাণ্ট সিভিল ইঞ্জিনীয়ার এবং ডাক্তার কাজী মহম্মদ মুসা এম, বি, সি, এইচ, বি, (এডিনবার্গ) ও বর্ত্তমান আছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বিশেষ কয়েকটী পারিবারিক দুর্ঘটনায়—কয়েক জন প্রিয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে মসুদা খাতুনের হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর কাজী নবিবর রহমান সাহেবের একটী পুত্র সন্তান এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই ইঁহার স্নেহের পুত্রবধূ এসিস্‌ট্যাণ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মিষ্টার কাজী আসজেদর রহমানের পত্নী অল্পবয়স্ক এক শিশু কন্যা রাখিয়া টাইফয়েড রোগে পিত্রালয় জলপাইগুড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এই কারণে শেষ সময়ে মসুদা খাতুন বিশেষরূপে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। অতঃপর ইনি বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হয়েন। তাহার পর কাল বসন্ত রোগে ইঁহার শেষ নিশ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়া যায়।

১৮ নং দেদার বক্স লেন, কলিকাতা

শোকসন্তপ্ত
কাজী নজীবুর রহমান

দু'টী কথা

শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ এম, রহমান সাহেবা আকাশ-লঙ্কা ও গোলমরিচ পিশে 'চানাচুর' তৈরী করেছিলেন, আর বাংলার জনসাধারণের মধ্যে সেগুলো ফিরি কর্‌বার ভার দিয়েছিলেন আমার উপর। কিন্তু নানারূপ দুর্ঘটনা ও বিপত্তির মাঝে পড়ে' আমি এতদিন কিছুই করে' উঠ্‌তে পারিনি। আজ সময় ও সুযোগ এসেছে; তাই বাংলার 'ঝাল'-রসিক পাঠকদের সম্মুখে চানাচুরের এই সাজানো ডালা পৌছে দিয়ে আমি আমার গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি।

'চানাচুর' লোকের মুখে কেমন ধরে, তা' জান্‌বার জন্য গ্রন্থকর্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু কাল তাঁর সে আগ্রহ পূর্ণ হ'তে দেয়নি। লোকের স্বাদ নেবার আগেই তাঁকে সকল 'জানা' ও শোনা'র অতীতে গিয়ে দাঁড়াতে হ'য়েছে। তবে এই চানাচুরের ঝালে যদি একজন লোকেরও 'পুরাতনের' নেশা ছুটে যায়, তাহ'লে যেখানে যে লোকেই তিনি থাকুন না কেন, সেইখান থেকেই যে পরম তৃপ্তি লাভ করবেন, একথা আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি।

আমার বেশী কিছু বলবার নেই; তাই উপসংহারে সেই মহীয়সী নারীর উদ্দেশে ভক্তিবিনত হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করে' আমি আজ বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি।

পণ্ডিত পোল
হাড়োয়া পোঃ, ২৪ পরগণা। } শাহাদাৎ হোসেন

চানাচুর।

আমাদের দাবী

উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট; বন্ধু-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে, সুতরাং উচিত কথা বলতে অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। আমার মতে বিচ্ছেদ অগ্রাহ্য। উচিত কথায় যে বন্ধু রুষ্ট হয়, আমি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি তার বন্ধুত্ব। তাতে ক্ষতি হয় দুঃখ নেই, অন্তর-দেবতার কাছে তো লজ্জিত হবো না, সেই আমার যথেষ্ট।

উচিত ও সত্য কথার ফলে, "মদ্দা মেয়ে, জ্যাঠা মেয়ে জানানার জন্য" ইত্যাদি কথা শুনা যাচ্ছে, তাই ব'লে কি মিথ্যা ব'লতে বা তার সমর্থন ক'রতে হবে? কখনই না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অত্যাচারী স্বার্থপরদের দ্বারা নির্য্যাতিতা ও অধিকার-বঞ্চিতা হ'য়ে আসছি; এর প্রতীকার ক'রতেই হবে। প্রতীকার যে কেউ করেন নি তা নয়, যুগে যুগে কত মহামানব অবতীর্ণ হ'য়েছেন, কত সমাজ-

সংস্কারক জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, প্রতীকারও ক'রে গিয়েছেন; কিন্তু স্থায়ী হয় নি। মানুষের কলুষ-পশরার চাপে তা' বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে।

পয়গম্বরদের যুগের ইতিহাসে জানা যায়, মানুষ যখন ন্যায়-পথভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী হ'য়েছে, তখনই এক এক জন অবতীর্ণ হ'য়ে তাহাদিগকে ন্যায় ও ধর্ম্মপথে পরিচালিত ক'রেছেন। আরববাসীগণ যখন কন্যাহত্যা করা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ক'রেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবন ফাতেমাময় ক'রে দেখিয়েছিলেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। শুধু এইটুকু ক'রেই তিনি সন্তুষ্ট হন নি, আইন দ্বারা পুত্র কন্যাকে সমান অধিকার দিয়ে গিয়েছেন।

কন্যা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে ব'লে বৈষয়িক ব্যাপারে কিছু অল্পাধিক—যথা এক পুত্র যত সম্পত্তির অধিকারী, দুই কন্যা তত সম্পত্তির অধিকারিণী। পুত্রকন্যাকে বিদ্যা দান করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, এস্থলে কমবেশী নাই। ত্যজ্যপুত্র করা যাবে, কিন্তু ত্যজ্যকন্যা ব'লে শাস্ত্রে কোন কথা নেই। ইহা সত্ত্বেও তথাকথিত মোসলেমেরা পুত্রকে ভবপারের কাণ্ডারী ও কন্যাকে আবর্জ্জনাসম জ্ঞান করে। পুত্র যথাসর্ব্বস্বের অধিকারী, কন্যা তথা পিতৃসম্পত্তির কপর্দ্দকেও বঞ্চিতা।

পুত্রকে শিক্ষা দিতে অজস্র অর্থব্যয় এমন কি ভদ্রাসন বিক্রী ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা হয়, কিন্তু কন্যাকে শিক্ষাদান যে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য তাহা মনেও থাকে না। যদিই বা কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা বড় বেশী করেন তো পাখী-পড়ানর মত কোরআন পড়িয়ে কর্ত্তব্য পালন করার আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকেন। যথা—"আমার মেয়ে খতম কোর-আন" কিন্তু স্বয়ং খতম কোর-আন উহার একটা শব্দেরও মানে বোঝে না।

পুত্র যখন উকিল, য্যাটর্নি, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে তেতলার উপর

চারতলা ওঠায়, তালুক-পরগণার মালিক হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সঙ্গে রাজদত্ত আরও কয়েকটা অক্ষর সংযুক্ত ক'রে সুখ-সম্মানের উচ্চশিখরে আনন্দে বিচরণ করে; তখন কন্যা জ্ঞানহীনা, মূর্খা, ও অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিতা হ'য়ে নিরানন্দ দাসী-জীবন যাপন করে।

অধিকাংশস্থলে সে স্বামীসুখেও বঞ্চিতা। হৃদয়হীন পিতা, সুধী সজ্জন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে লম্পট মন্তপের বা ক্রূর অমানুষের হাতে সঁপে দিয়েছে। নির্লজ্জদের বাঁধিগৎ, "মেয়ের বিয়ের খরচে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে তার পাওনার অনেক বেশী দিই, আবার পয়সা খরচ ক'রে শিক্ষা দেবো কোথা হ'তে।"

স্বার্থপর মূর্খ! মেয়ের বিয়ের খরচ কর কার উপকারার্থে? দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলো অলঙ্কারে জড় পুত্তলিকা, গৃহসজ্জার উপকরণ ক'রে তোমারই মত একটা বিবেকবর্জ্জিত স্বার্থসর্ব্বস্বের ড্রয়িংরুম সাজিয়ে দিয়েছ! দাসত্বের নিদর্শন বহন করা ছাড়া তাতে তার কতটুকু অধিকার রেখেছ তোমরা? বিবাহ অর্থে সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। তজ্জন্য যে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন, তা দিয়ে যদি মানুষের হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে, তাহ'লে স্বীকার ক'রতাম বাস্তবিক বিয়ে দিয়েছ। সারাটা জীবন তুষানলে দগ্ধ হবার জন্য অবোধ বালিকাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রে, পিতার কর্ত্তব্য পালন না করার কৈফিয়ৎ দিচ্ছো—উপযুক্ত পাত্র পাওনি। তবে বিয়ে দিয়েছিলে কেন? কন্যাকে আত্মনির্ভরশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা গ'ড়ে তুলতে তো পারতে। তার প্রাণে দেশাত্মবোধ, ধর্ম্মাচরণ ও পরহিতব্রতের প্রেরণা দিলে, স্বভাবসংযমী নারী উক্ত কর্ম্মে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তার জীবন সফল ও সার্থক ক'রে তুলতো।

একটা বিষয়ে প্রভুদের শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট টনটনে, সেটা পালনও করেন সর্ব্বাগ্রে। কোন্ বিষয়ে জান? জীবনের ঊষাকাল হ'তে কাল-সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত পত্নী বা নারী গ্রহণ করা। সত্তর বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে করা নাকি রসুলুল্লাহএর আদেশ। একথা পনের আনা মানবের জন্য প্রত্যাদেশ ব'লেই মনে হয়। রসুলুল্লাহ্ জানতেন যে, বিশ্বস্রষ্টা উহাদিগকে বারমেসে কুক্কুর-প্রবৃত্তি দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন, আজীবন ঐ ঘৃণিত বৃত্তি তারা ত্যাগ করতে পারবে না। সত্তর বছর বয়স, দুনিয়ার দেনা পাওনা চুকিয়ে, জীবন-বেসাতির জমা খরচ মিলিয়ে পুল্‌সেরাৎ (বৈতরণী) পারের কড়ি গুণবার সময়; তখনও তরুণীর মনোরঞ্জন করা রসুলুল্লাহএর আদেশ!

প্রভুদের গঠিত সমাজ ও নিত্য নূতন মনগড়া ধর্ম্মগ্রন্থ নারীকে তিলে তিলে ও সমগ্র জাতিকে দ্রুতগতিতে ধ্বংস-পথে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। যতক্ষণ না বিদ্রোহী হ'য়ে ওদের ভুল বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, ততক্ষণ নিজেদের দুষ্কর্ম্মের মাত্রা ওরা অনুভব করতে পারবে না। ইসলামদত্ত সব কিছু অধিকারে বঞ্চিত ক'রে পুরুষ কেবল নারীর সর্ব্বনাশ করেনি, পরন্তু নিজেদের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার ও স্বার্থের পসরা পাতকের বোঝায় গুরুভার ক'রে তুলেছে।

পুরুষ নারীকে দূর হ'য়ে যেতে বলে। বারম্বার উহা শুনা সত্ত্বেও কেন নারী দূর হয়ে যায় না, মধ্যে মধ্যে সেকথাও জিজ্ঞাসা করে। সাহিত্যচূড়ামণি ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেব বড় চমৎকার ভাষায় ব'লেছেন, "পুরুষের যেন নারীকে দূর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার কিছু না থাকে, তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পুরুষ যদি সত্যই নারীকে দূর করিয়া দেয়, তবে যেন তাকে চোখে জগৎ অন্ধকার দেখিতে না হয়। নারী দূর হইয়া যাইতে পারে না বলিয়াই কত ব্যথা, কত অসহ্য যন্ত্রণা সে সহিয়া থাকে।" কি চমৎকার সত্য কথা! নারীজাতির অকৃত্রিম বন্ধু উক্ত মহাপ্রাণকে করুণাময় দীর্ঘজীবি করুন। মৃত্যু না থাকলে

জীবন অমূল্য হ'তো না। পুরুষ উত্তমরূপে জানে, পরাশ্রিতা পঙ্গু নারী দূর হ'য়ে যেতে পারবে না। তজ্জন্যই দূর হ'য়ে যেতে বলে। দূর হ'য়ে গিয়ে নারী যদি নিজের আশ্রয় গ'ড়ে নিতে এবং অন্ন বস্ত্রের অভাব পূরণ ক'রে নিতে পারতো, তাহলে ভ্রমেও পুরুষ তাকে "দূর হও" বলতে সাহস করতো না।

অধিকারহরণকারীরা স্বেচ্ছায় দুর্ব্বলকে তার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অধিকার ফিরিয়ে দেয়নি, নারীকেও দেবে না। 'জোর যার, মুলুক তার' কথাটী অতীব মূল্যবান। ভগিনীগণ! "কোহিনূরের মূল্য পাঁচ জুতি" (!)

নারী অধিকার চায় কার কাছে? যাদের নিজেদেরই কোন বিষয়ে অধিকার নেই, কাঙালের প্রবৃত্তি নিয়ে যারা বড়লোক হ'তে চাইছে, গোলামীর নাগপাশে শত প্রকারে নিজেকে বেঁধে জীবনের আদর্শকে যারা ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক'রে ফেলেছে, তারা আবার অন্যকে কি অধিকার দেবে? অধিকার বুঝে নিতে জানে না ব'লেই নারী অক্ষমের কাছে ভিক্ষা চেয়ে লাঞ্ছিতা হয়। আরে পাগল! ভিক্ষুকের হীনতা নিয়ে কি রত্ন আহরণ করা যায়!

প্রায় শুনা যায়, নারী প্রাপ্য সম্মানে বঞ্চিতা। সম্মান দেবে কারা? কোন্ যুগে অত্যাচারী নারীর সম্মান করেছিল? কারবালার মহাপ্রান্তরে জগৎপূজ্যা মহিয়সী মহিলাবৃন্দকে যারা মস্তকাবরণ (ওড়না) হীনা ক'রেছিল, প্রকাশ্য রাজসভায় যারা পূজনীয়া নারীকে উলঙ্গিনী ক'রেছিল, মাতৃজাতিকে রক্তলোলুপা বাঘিনী ব'লতে যারা লজ্জিত হয় নি,—

দিনকা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়া সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে!"

নারীর উচিত,—তাদের দেওয়া সম্মান ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করা ! মানুষের শ্রদ্ধা যে পায় না, সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নাম্‌তে থাকে। তাই আজ যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অপমান শুধু বাঘিনী নয়, নারীকে কামিনীও করেছে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অবমাননাকারীর হৃদয়রক্ত পান ক'রে, দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদ্‌গার ও দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জ্জরিত ক'রে নারী অপমান-উৎপীড়নের জ্বালা জুড়াবে।

আমাদের স্বরূপ

চারিদিকে জাগরণের সাড়া। সকলেই ব'লছে জাগো! ভাল কথা, আর কত কালই বা মানুষ মোহঘোরে আচ্ছন্ন থাকবে?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার ঘোষ ব'লেছেন,

"জাগো নারী গৌরব মঙ্গলে জাগো,
বাংলার ভগিনী, বাংলার মাগো;
গৃহকারা-বন্দিনী স্বার্থের পণ্যা,
প্রমোদে সঙ্গিনী আভরণ গণ্যা।
অধিকার-বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো,
বাংলার ভগিনী বাংলার মাগো।"

করুণাময় কবিকে দীর্ঘজীবি করুন—

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জেগে উঠে নারী কি কাজ ক'রবে? সজাগ অবস্থায় কেউ কখনও চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। চোখের উপর হাজারো কাজ র'য়েছে করবার। এলাহীদত্ত মন, মস্তিষ্ক নিয়ে ব'সেই বা থাকা যায় কি ক'রে।

"জাগতে হবে, উঠতে হবে
লাগতে হবে কাজে
মোদের লাগতে হবে কাজে।"

কিন্তু কি নিয়ে কি কাজ করা যাবে? শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, স্বাধীনতা নেই। লোকে ব'লবে করবার ইচ্ছা থাকলে বাধা বিপত্তি

কেটে যাবে। এই বাধা বিপত্তি কাটিয়ে নিতে প্রচুর মানসিক বলের ও আত্মবলির প্রয়োজন।

প্রথমেই জানা দরকার—কে বা কাহারা নারীকে অধিকারবঞ্চিতা ক'রেছে, কাদের দ্বারা নারী লাঞ্ছিতা হচ্ছে। সমাজ? সমাজের নাম শুনলে অনেক প্রশ্ন মনে ওঠে। কাদের দ্বারা সমাজ গঠিত হ'য়েছে, নারীর স্বজনদের দ্বারা নয় কি? যাদের নিয়েই সমাজ গঠিত হোক, সমাজরূপী শয়তানকে দমন ক'র্‌তেই হবে। অবলা, সরলা, প্রমোদের সঙ্গিনী হ'য়ে নারী আর কত কাল রাক্ষসের ভক্ষ্য হবে?

নারীসুলভ স্নেহ মমতা, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিসর্জ্জন দাও; পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ওসব দেওয়া গিয়েছে, অতি-পাওয়ায় ওরা লোভী হ'য়ে গিয়েছে। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" উহাদের মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করবার জন্য নারীবিদ্রোহের আবশ্যক।

জন্মের পুর্ব্বোবধি শুনে আসছি,

"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

ভ্রূণাবস্থা হ'তে শিক্ষা পাচ্ছি, "পতি পরম গুরু" জার্ম্মাণীর চিরুণীতে লেখা, "পতি পরম গুরু" ম্যানচেষ্টারের শাড়ীর পাড়ে লেখা "পতি পরম গুরু" রুমালে, তোয়ালের বর্ডারে, সিন্দুর কৌটায় লেখা "পতি পরম গুরু" কটা জিনিষের নামই বা করা যায়;

"যেদিকে ফিরাই আঁখি
প্রভুময় সব দেখি।"

কিন্তু এই জুতাওয়ালা বেটরা কি পাষণ্ড গা! ওদের মুক্তি হবে না কোন কালে!

জিজ্ঞাসা করি ভগ্নিগণ! পিতা ও পতি দেবতার কাছে ন্যায়তঃ,

ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য কতটুকু পেয়েছ ? পিতা জ্ঞান বিদ্যাদান ক'রেছেন ? জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার যোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন ? অপার্থিব পিতৃস্নেহের সহিত এমন কিছু পার্থিব বস্তু দিয়েছেন, যাতে পরমুখাপেক্ষী না হ'য়েও বেঁচে থাকতে পার ?

(কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতারা নমস্য)

পতি-দেবতার কাছে কি পেয়েছ ? তোমরা তাঁদের সহধর্ম্মিণী. সঙ্গিনী, গৃহিনী,—না নির্ব্বিবাদে অত্যাচার, অবিচার, লাথি, ঝাঁটা ও সময়শীরে পাতের মাছটুকু, দুধটুকু পাবার প্রত্যাশী পোষা জানওয়ার বিশেষ ? অথবা প্রমোদের সঙ্গিনী ?

ছি ! ছি ! আত্মহত্যা ক'রে অবসান ক'রে দাও অমন ঘৃণিত নারীত্বের। (সুখী দম্পতির উপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক।) তোমরা ধনী জমিদারের কন্যা। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ; তোমাদের পিতার ও পতির মর্ম্মর প্রাসাদ আছে, সহস্র সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি আছে, লক্ষ লক্ষ টাকা জমা আছে। আর আছ তোমরা, তাঁদের হীরা জহরত রাখ্‌বার সচল, সজীব আয়রণ সেফ বা নয়নবিমোহন গৃহসজ্জা। তোমাদের কিছু আছে কি ? অর্থ বিনিময়ে তাঁরা ব্যাধি ক্রয় করেন, লালবাতি জ্বালেন। (তোমরা সেই দুশ্চিকিৎস্য, লজ্জার ব্যাধির অংশ গ্রহণ ক'রে অসময়ে যমরাজের আশ্রয় নিতে বাধ্য হও) তোমরা অনাথাশ্রমে কিছু টাকা দান ক'রতে পার ? বালিকা-বিদ্যালয় বা নারী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রতে পার ? চোখের উপর সহস্র সহস্র নারী, সমাজের অবিচারে, পেটের দায়ে পাপ ব্যবসায় ক'রতে বাধ্য হয়েছে ; তাদের জন্য এমন একটা কার্য্যশালা খুল্‌তে পার, যাতে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা ক'রে স্বাবলম্বিনী হ'য়ে তারা পাপ ব্যবসায় ত্যাগ করতে পারে ?

না কিছুই পার না। তোমরা কপর্দ্দকহীনা ভিখারিণী, গৃহকর্ত্তার

অনুগ্রহে প্রতিপালিতা পশুবিশেষ। দাসী হ'য়ে জন্মেছ, আজীবন দাসত্বের বোঝা ও ভিক্ষুকের হীনতা বহন ক'রবে। বুকে হাত দিয়ে বল কখনই তা ক'রবো না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে চিরদিন কারুর সমান যায় না। অর্দ্ধনারীশ্বর পার্শ্বপরিবর্ত্তন হেতু ন'ড়ে উঠেছে। "যে পর্য্যন্ত কোন জাতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করে, সে পর্য্যন্ত আল্লাহ তাহাদের পরিবর্ত্তন করেন না"

(কোরআন সুরাহ রাদ)

অধিকারবঞ্চিতা নারী কেন চিরকাল দাসত্বের বোঝা বহন ক'রবে সমাজের আদেশে? দুর্ব্বৃত্ত সমাজকে উপহাস ক'রে ভেঙ্গে ফেল তার হাতে-গড়া লৌহনিগড়। করবার অনেক কাজ আছে, সুতরাং জাগো। কিন্তু শিক্ষিতা, আত্মনির্ভরশীলা, স্বাবলম্বিনী না হ'তে পারলে কোন কাজ ক'রতে পারবে না। ফরাসী দেশের একজন কাউন্টেস ব'লেছেন, "হাতে যখন তোমার একটা পয়সা নেই, তখন তোমার মনে স্বাধীনতা আসবে কিরূপে?"

ঠিক কথা। আর্থিক স্বাধীনতা যাদের নেই, তারা আবার কাজ করবে কি? তাই ব'লে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না, পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার ক'রে অর্জ্জন ক'রে নিতে হবে। কারুর কাছে চাইলেও পাবে না, দেবার শক্তিও কারুর নেই। যদিই বা দেয় ত তারা যেমন পেয়ে থাকে, সেই রকমই দেবে অর্থাৎ—

"তিফিলমে বু আওয়ে কেয়া
মা বাপকে আতওয়ার কী,
দুধতো ডিব্বেকা হ্যায়,
তালিম হ্যায় সরকার কী।"

ওরা দয়ার পাত্র, ওদের কাছে কিছু চেও না। আমাদের ভরসা

পতিতপাবন এবং দায়িত্ব জননীগণের। জননীরা কন্যাদের সুশিক্ষিতা করুন, সুগঠিতচরিত্রা করুন; ধর্ম্মপরায়ণা করুন; হাত, পা, ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীলা গ'ড়ে তুলুন।

আর একটা উপসর্গ বিবাহ। হিন্দু মুসলিম মেয়েদেরই ও ঝোঁক প্রবল জানতুম। ওমা! এখন দেখি খৃষ্টান, ব্রাহ্ম মহিলাদেরও দিল্লীর লাড্ডুর নেশা বড় কম নয়। বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রেত যখন পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, তখন ও কাজটা হবেই। সেজন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? সংসার-ধর্ম্ম পালন করবার যোগ্য শিক্ষাই কি প্রথমে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়? সকল সমাজেই অল্প বিস্তর বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে। কোন সমাজে উহা মোটেই নিন্দার্হ নয়, ইহা সত্ত্বেও সেই সমাজের বাল-বিধবারা আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করছে, আর কুমারীরা আদর্শ গৃহিনী হবার জন্য কিছুদিন তা পালন করতে পারে না? খুব পারে, মা বাপের আবর্জ্জনা-নিক্ষেপের তাড়ায় অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বে উৎসর্গীকৃত হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য স্নেহান্ধ পিতা মাতা বুঝেও বোঝে না যে, নারীত্ব সার্থক করবার সহস্র উপায় আছে এবং সুমাতা সুগৃহিনী হ'তে অনেক শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন।

সমবেত শক্তি না হ'লে কাজ হয় না। যার যতটুকু শক্তি, সে যদি তাই নিয়ে অগ্রসর হয়, যার যেমন চরিত্র সে যদি সেই ভাবেই তাকে কাজে লাগায়, তাহলে কিছু হ'বেই। অর্থাৎ সাধনা প্রকৃত হ'লে সিদ্ধি আপনা হ'তে ধরা দেয়। মুসলমান সমাজে মহিলা জমিদার অনেক আছেন, তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতাও যথেষ্ট আছে। হিন্দু সমাজে শিক্ষিতা নারীর অভাব নেই। খ্রীষ্টান ভগিনীরা শিক্ষিতা ও স্বাধীনা। ব্রাহ্ম মহিলারা কর্ম্মকুশলা শিক্ষিতা। ইঁহারা অনেক লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সহ্য ক'রে একনিষ্ঠ সাধনাবলে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন। এই বঙ্গনারী

সঙ্ঘ মিলিত হ'লে অনেক কিছু করতে পারেন এবং তা সহজসিদ্ধ হয়। কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী তা ভাববার দরকার নেই, সব চেয়ে বড় ক'রে দেখতে ও ভাবতে হবে যে,—আমরা অধিকারবঞ্চিতা বঙ্গনারী। সমবেত সাধনায় অভিশপ্ত নারীজীবন সফল ও সার্থক ক'রে তোলা কষ্ট-সাধ্য ত নয়ই বরং অবহেলে তা করা যেতে পারবে।

আমার প্রার্থনা এই যে, আমার বিশ্বজোড়া ভগিনীরা! এই নগণ্যার প্রার্থনায় মনোযোগ দান করো, অন্যায় অধর্ম্মরূপ সমাজে সংহারিণী মূর্ত্তিতে দেখা দাও দ'লিতা ফণিনীগণ! যুগভেরীর আহ্বানে অশনিগর্জ্জনে সাড়া দাও আমার বিদ্যুল্লতা ভগিনীগণ!

শান্তি ও শক্তি

ব'লতে পার তোমরা, কেন আমার মাথায় এসে উপস্থিত হয় যত রাজ্যের সব সৃষ্টিছাড়া খেয়াল? এমন সৃষ্টিছাড়া যে; তা' ভাবলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়, শুন্‌লে লোকে কাণে আঙ্গুল দেয়। কিন্তু ঐ যে, স্বভাব যায়না ম'লে। যত ধুয়ে মুছে ফেলতে চাই মন থেকে ঐ সৃষ্টিছাড়া খেয়ালগুলো, ততই যেন শিলালিপি হ'য়ে উঠে। কি ক'রবো আমি, আমার হাত কি? নিরীহ বাঙালীঘরের অবলা, কূপমণ্ডুক মেয়ের মনের আঁধার-কোণে আশার বিদ্যুৎ চমকায় কেন? হাতকড়ি-পরা-হাতে নিগড় ভাঙবার দুঃসাহস আসে কোথা থেকে? পর্দ্দাপ্রাচীরের ভিতর আরব-মরুর মুক্ত সমীর প্রবাহিত হয় কেন? অধিকার-বঞ্চিতা অবহেলিতার হৃদয়াকাশে বিদ্রোহের ঝড় উঠে কেন? এই 'কেন'র উত্তর কে দেবে?

প্রমোদের সঙ্গিনী, কর্ত্তার পোষা টোধ বা মিনি জাতীয় জীবের এই সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে, "নির্যাতনের জ্বালায় অস্থিমাংস পর্য্যন্ত জরজর"দের মনে কি ভাবের উদয় হবে, তা আমার কল্পনার অতীত। লাথি খেয়ে পা চাটায় আর লাথি মারলে কেশর ফুলিয়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ায়, একটু পার্থক্য আছে এই যা; নইলে উভয়েই লাঙ্গুলবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি, দেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীরেরা দেশের উন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছেন। এখন যাঁরা চৌষট্টি হাজারী শৃঙ্খল ভূষিত হ'য়ে নাচ্‌ছেন, পূর্ব্বে তাঁদের মধ্যে অনেকে দেশপ্রেমে মাতোয়ারা

হ'য়ে কারাবরণ করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, দেশ কি—তাই বোঝবার ক্ষমতাই হয়নি তখন। তারপর লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে, বাঙালীর জাগরণসূচক তুরী যখন বেজে উঠ্‌লো "বন্দে মাতরম" রবে, সেই শুভ বা অশুভক্ষণে একখানা কাল মেঘ ভেসে উঠ্‌লো আমার হৃদ্‌গগণের পশ্চিম কোণে।

অন্তরের অন্তস্তল হ'তে কে যেন আর্ত্তচীৎকার ক'রে উঠতো, ওগো কর্ম্মী! মাতৃজাতির দিকে তাকাও একবার! যুবক ও বালকবৃন্দকে "দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থল" ব'লে রাতারাতি ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর গ'ড়তে হাপর হাতুড়ী নিয়ে লেগে গেছ সে ভাল কথা, কিন্তু তোমাদের মেয়েদের, বোনেদের, সহধর্ম্মিণীদের ত্যাগী জননী হ'বার উপযুক্তা ক'রে তৈরী করেছ কি? শেয়ালকাঁটার গাছে গোলাপ ফোটাতে চাও? ঐহিক পারত্রিক ত্রাণকর্ত্তারা তাদের দীক্ষা দিয়েছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মন্ত্রে; সুতরাং তারা পুত্র প্রসব ক'রেই কর্ত্তব্য পালন করেছে। তাই কি জীবন্ত প্রসবের ক্ষমতা আছে? তারা প্রসবই করে আধমরা ছেলেমেয়ে। নেতা কর্ম্মীদের লক্ষ্য এখন দশদিকে, 'মা' গঠন করা যে, সব চাইতে বড় কাজ, সবার চাইতে আগের কাজ, সে কথা ভাববার অবসরই তাঁরা পাচ্ছেন না। সুতরাং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই যোগায় যে, পিতা ভ্রাতারা যেমন দেশ ও দশের হিতে কাজে নেমেছেন, আমরাও তেমনি নামি এস। যার যতটুকু শক্তি; সে তাই নিয়ে অগ্রসর হও, যার যেমন চরিত্র, সে তাকে সেই ভাবেই কাজে লাগাও। এ আল্পস্ লঙ্ঘন বা সাগর পার হওয়ার মত কিছু নয় তা বলাই বাহুল্য। দেশ বা দশের হিতের জন্য পরিশ্রম করলে, নিজের হিতও যথেষ্ট হয়, একথা সকলেই বোঝেন।

আমাদের অর্জ্জিত ক্ষমতায়, আমরা যত শক্তিশালিনী হবো, পরের দান

গ্রহণ (যদিই বা দান ক'রে) ক'রে তা'র এক তৃতীয়াংশ হবো কিনা সন্দেহ। 'মা' গড়তে হবে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে, সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত ক'রে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীলা হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নারীর অপমানের, মূর্খতার, দৈন্তের প্রতীকার করতে হ'বেই। আমাদিগকে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে কাজে নামবেন আমাদের দূরদর্শিনী, মনস্বিনী ও সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ। তাঁদের উপদেশ, জ্ঞানরূপ সোনার কাঠির স্পর্শে, বেঁচে ও জেগে উঠবে—আমার ন্যায় শত সহস্র জ্ঞানহীনা, অশিক্ষিতা মেয়েরা। ভবিষ্যতে আমরাই হবো ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর ও শাণিত তরবারির মত ভীষণ। এইভাবেই ক্রমশঃ শক্তিশালিনী বীর্য্যবতী, মহীয়সী মাতৃজাতি গঠিত হয়ে উঠবে। (আমিন)

এই কাজের জন্যই আমি মা বোনদের অনুরোধ ও আহ্বান করেছি, কিন্তু কই, তাতে কেউ বড় সাড়া দেয়নি, অথচ মন্তব্য প্রকাশ ও আমার কথার সমালোচনা হচ্ছে দস্তুরমত। যত ঔষধের ব্যবস্থাই করো, যতক্ষণ সঙ্ঘবদ্ধ না হবে, ততক্ষণ কোনও কাজ হবে না। সমবেত শক্তি ঐরাবত সমান বলশালী। "মাতৃত্ব, মানে নিজের ছেলেটিকে বুকে করে থাক্‌বো ক্ষীরছানা খারয়ায়ে, আর জায়ের ছেলেটীর দিকে ফিরে চাইবো না, তা নয়" তা যে নয় সে কথা আমাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারে।

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ এতটুকু ক্ষুদ্রপ্রাণ নিয়ে, "বিরাট জননী" জাগান সম্ভব তো নয়ই, বরং যারপর নাই অসম্ভব। কে বলে আমাদের দোষ নাই? দশ আনা দোষ আমাদের। ইচ্ছা ক'রে আমরা মরে থাকি, বিনাদোষে অকাতরে শত অত্যাচার আমরা সয়ে থাকি; গলায় দড়ি আমাদের। অন্তর-দেবতার আহ্বানও কি আমাদের জাগায়নি! যত ইচ্ছে লাথি ঝাঁটা বর্ষে দিক, খোঁটায় বেঁধে খোল বিচালি দেয়তো, আর কি

চাই। তাই বলি ছিন্নমস্তা রূপে নিজরক্ত পান ক'রে, চিরতরে ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসান ক'রে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নগেন্দ্রনন্দিনী উমা, ষাঁড়, শিব, নন্দী, ভৃঙ্গী ও ছেলেপিলে নিয়ে, শান্তিরূপিনী বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে ঘর করছিল, হঠাৎ সেই শান্ত মেয়েটিই নৃমুণ্ডমালিনী দিগম্বরী করালী হ'য়ে পতিবক্ষে দণ্ডায়মানা হলো কেন? জগৎপিতার আদরিনী মেয়ে মহম্মদ-(দঃ) দুলালী দেবীকুলশিরোমণি ফাতেমা জোহ্‌রা আরশের কাঙ্গুরা ভাঙতে উদ্যত হয়েছিলেন কেন? কেন জান? সহ্যগুণেরও সীমা আছে ব'লে, শান্তির মাঝে শক্তির বিকাশ আছে ব'লে।

দেবী হ'ন বা মানবী হ'ন, পুরুষকার জাগ্‌লে সকল মহাপুরুষকেই এই "নরকের দ্বার"দের পদতলে গড়াগড়ি দিতে হয়। অতি বড় আঘাত না পেলে এ জাতটা ক্ষ্যাপে না। অবশ্য যা'র প্রাণ আছে। স্বভাবের ধর্ম্ম কি কেউ কখনও এড়াতে পারে? মা হ'য়ে মা'র মায়া মমতা তার প্রাণে জাগবে না, এ কথা ভেবে যা'রা, "নারীর উন্নতি কস্মিনকালেও হ'বে না," ব'লে যুক্তি তর্কের অবতারণা ক'রতে পারে, তাদের ব'লবার কিছু নেই। ইচ্ছে ক'রলে আমার সুপ্ত শক্তিকে আমি জাগিয়ে তুলতে পারি—এ কথা যেমন সত্য এবং আমাকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলা যে পিতামাতার কাজ এ কথাও তেমনি সত্য।

তুরস্কের ধ্রুবতারা নারীকুলশিরোমণি খালেদা খানুমকে জাগিয়েছিল কে? তাঁর সত্য, তাঁর হৃদয়-নিহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, গ'ড়েছিলেন তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণ ধার্ম্মিক পিতা। যেটুকু বাকী ছিল; সেটুকু শেষ ক'রে'ছিলেন তাঁর হৃদয়বান স্বামী। কন্যাকে শিক্ষাদানের জন্য সত্য-সাধক নিজ উন্নতির পথ রুদ্ধ ক'রতেও কুণ্ঠিত হননি। প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্মপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে লোকাচারের বিধি-

নিষেধ পদদলিত ক'রেছিলেন, তাই আজ খালেদায় "বিরাট জননী" জেগেছে; "ম্যয় ভুখা হুঁ" রাক্ষসী দেবী জেগেছে—মরা তুরস্ক জীবন্ত হ'য়েছে—তাতারের রক্ত-সাগরে বাণ ডেকেছে—"ম্যয় ভুখা হুঁ" রক্ত-বীণার ঝঙ্কারে হাজারে হাজার আধমরা ভারতবাসী বেঁচে উঠে রক্তদান ক'রতে ছুটেছে (১) আর আমাদের দেশের "পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ।" আর "পতি পরম গুরু"রা তাঁদের পায়ের নীচে আমাদের স্বর্গ স্থির নিশ্চয় জেনে নিজেদের স্বার্থ আঠারো আনা আদায় ক'রে নিশ্চিন্ত মনে কর্ত্তাভজার ভজন গাইছেন। অথচ "চুপ দে দিদি, চুপ দে"! একেবারে চুপ দিলেই তো হয় "জহরব্রত ক'রে। আমি তো কখনই চুপ দেবো না। আমাদের অলীক নিন্দা-গীতি ওরা এত জোরে গেয়েছে যে, আমরা পর্য্যন্ত সেই অলীক মিথ্যাকে মেনে নিয়েছি।

এ-যুগেও শুন্‌তে পাই, "মেয়েদের নাক না থাক্‌লে গু খেতো"; আচ্ছা বেশ, নাক না থাক্‌লে মেয়েরা যা খেতো, নাক থাকা সত্ত্বেও ওরা তাই খাচ্ছে—কিন্তু ব'লো না কেউ। পাঁচশ বার ব'লবো, তা'তে যা হয়—হ'বে।

এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, আপনা-আপনির মধ্যে রেষারেষি ক'রে আমরাই যদি ঘরের ঢেঁকিকে কুমীর ক'রে তুলি তাহ'লে তার ফল আমাদেরই যে ভুগতে হ'বে। অনেকের ধারণা যে, আমি সমাজদ্রোহী। তা' কতকটা সত্যি আবার কতকটা মিথ্যা। সমাজ স্বজন জানি না, ত'বে আমি অন্যায় অবিচার মিথ্যা ও ভণ্ডামির বিরোধী। হৃদয়হীন অত্যাচারী আমার মস্তক চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু আমার পুরুষকারের চির-উন্নত মাথাটিকে নত করবার ক্ষমতা তার শয়তানী জল্লাদি শক্তির চৌদ্দ পুরুষেরও নেই।

(১) স্মার্ণা বিজয়ের পূর্ব্বে লিখিত।

উন্নতচেতা, হৃদয়বান শত্রুকে আমি শ্রদ্ধা করি। ক্রূর, নীচমনা মিত্রের এমন কি পরমাত্মীয়েরও মুখদর্শন করি না; ক্ষতি তাতে হয় অনেকখানি, তবে তাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

পর্দ্দা বনাম প্রবঞ্চনা

—:o:—

জ্ঞানতঃ শুনে আসছি, মুসলমানের ন্যায় পর্দ্দা কোন জাতের নেই। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হজরত রসুলে করিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "স্ত্রীলোকের ইমান কি?" হজরত বলেছিলেন, "পুষিদা"। অন্য গ্রন্থে আছে একদিন হজরত দুই স্ত্রীর সহিত বাইরে ব'সেছিলেন; এমন সময় তথায় জনৈক অন্ধ ব্যক্তি আসে। হজরত বিবিদের অন্তঃপুরে যেতে বলায় তাঁরা ব'লেছিলেন, "ওতো অন্ধ"। তদুত্তরে হজরত বলেন, "ও অন্ধ, তোমরা ত অন্ধ নও"।

এই কথার কদর্থ ক'রে এযাবৎ পুরুষ-সমাজ নারীকে বুঝিয়ে আস্‌ছিল, পুরুষকে দেখা দেওয়াই পাপ নয়—দেখাও মহাপাপ। তাই ভাবি যাদিগকে দেখ্‌লে পাপ হয়, তাদিগকে কারা-প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ রাখা বা গিরিগহ্বরে নির্ব্বাসিত করা কি উচিত নয়? এখন জিজ্ঞাস্য—ইসলাম নারীর জন্য কিরূপ পর্দ্দার ব্যবস্থা দিয়েছে? আবরু রক্ষা করা, না অর্দ্ধ-উলঙ্গাবস্থায় অবরোধে বাস করা? ইসলাম-নির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা যত কঠোরই হোক, মুসলিম-মহিলার তা শিরোধার্য্য। ইসলাম নারীর জন্য কি ব্যবস্থা দিয়াছে, তা না জেনে, জানবার চেষ্টা পর্য্যন্ত না ক'রে এতদিন নারী কেবল পুরুষদের হুকুম তামিল ক'রে এসেছে। আজ আর নারী তা ক'রবে না। এই নব জাগরণের যুগে নারী, অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে ক'রে কাজ ক'রবে না, অন্ধভাবে ধর্ম্মশীলা হবে না।

ইসলাম নারীকে অবরোধে আবদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকা স্বরূপ গৃহসজ্জার উপকরণ হ'য়ে থাকতে বলেনি; জ্ঞানার্জ্জন করবার আদেশ

দিয়েছে। নারী কেবল গৃহে সহধর্ম্মিনী নয়, রণাঙ্গণেও সঙ্গিনী। মুসলিম যুগে নারী কবি, সাহিত্যিক এবং ধর্ম্মোপদেষ্টার পবিত্র আসন পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত ক'রেছিল। সেই নারীর স্থান আজ অজ্ঞানতার অতল পাতালে! জগত পিতার নাম "রহমানুর রহীম" অর্থাৎ দয়ার সাগর। তিনি কখনও তাঁর সৃষ্ট জীবের নিকট সত্য গোপন রাখেন না।

উর্দ্দূ সাপ্তাহিক পত্রিকা "তহজীবন্নেসওয়ান" এর ম্যানেজার সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেব, "শরিয়ত পসন্দ বা দেশাচার?" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "আবদুল্লা বিন মখতুমের (অন্ধের নাম) কাপড় ছেঁড়া ছিল। অন্ধত্ব হেতু নিজের বেপর্দ্দাগী সে দেখতে পায়নি। তজ্জন্য হজরত বিবিদের ব'লেছিলেন, ও অন্ধ তোমরা ত অন্ধ নও।" অর্থাৎ নিজের বেপর্দ্দাগী অন্ধ দেখ্‌তে পাচ্ছে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তোমরা দেখতে পাঁচ্ছ, অতএব অন্যত্র যাও। এতে পর্দ্দার কথা কি আছে? জগৎপূজ্যা মহিলাদের কথা ছেড়ে দিলেও আজ যদি ঐরূপ বে-আবরু অবস্থায় পুরুষ নারীর সম্মুখে আসে, তা'হলে সে নারী পিশাচিনী হ'লেও সেস্থান হ'তে স'রে যাবে।

উক্ত ম্যানেজার সাহেব, বৃদ্ধ ও মওলানা খেতাবধারী দেশমান্য ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ তাঁর কথার প্রতিবাদ ক'রতে আলেমদের আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু কোন আলেম তো করেন নি। পর্দ্দা বা পুষিদা মানে স্ত্রীলোকের হাতের কনুই, পায়ের পাতার উপর চার বা ছয় আঙুল পরিমিত স্থান ও কপালে চুলের নীচে হ'তে থুঁতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ নামাজ পড়বার সময় যে-যে অঙ্গ খোলা থাকিলে নামাজ অসিদ্ধ হয় না, সেই-সেই অঙ্গ আবরিত থাকলে বেপর্দ্দা হবে না। তাছাড়া সর্ব্বাঙ্গ আবরিত রাখার নাম পর্দ্দা বা পুষিদা।

হজরতের (দঃ) সময় বোরকার প্রচলন ছিল না, চাদরের ব্যবহারও

ইচ্ছামত ছিল। জাতশত্রু ইহুদিরা পথে ঘাটে মুসলিম মহিলাদের অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় মহিলামণ্ডলী হজরতের (দঃ) নিকটে অভিযোগ করিলেন, "ইহুদিদের জুলুমে কি আমাদের অন্তঃপুরে অবরোধবাস ক'রতে হবে?" হজরত ইহুদিদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কোন্ নীতি অনুসারে তোমরা ভদ্র মহিলাদের অপমান কর?" উত্তরে ইহুদীরা বলিল, ক্রীতদাসী ও ভদ্র মহিলাগণ একই প্রকার পোষাকে বা'র হন, সুতরাং মাননীয়া মহিলাগণের ও ক্রীতদাসীদের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারি না, তাই সকলকেই ক্রীতদাসী জ্ঞানে ঠাট্টা করি। তদবধি বাইরে যাবার সময় ভদ্র মহিলাগণ চাদর ব্যবহার ক'রতে বাধ্য হ'ন।

এই ঘটনার বহুদিন পরে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বোরকার প্রচলন করেন। তদ্দেশীয়া নারীগণ বঙ্গ-মহিলাদের ন্যায় ক্রেপের শাড়ী ও ভিক্টোরিয়া কলার (অর্দ্ধেক বুক খোলা) জ্যাকেট প'রে বন্ধ গাড়ি বা কাপড়-মোড়া পাল্কীতে প্যাক হ'য়ে নিমন্ত্রণে যেতেন না বা লগেজরূপে বিদেশে প্রেরিত হ'তেন না। চাদর গায়ে দিয়ে বাইরের যাবতীয় কাজ ক'রতেন। চাদর সামলাতে কাজের অসুবিধা হ'তো, বোর্‌কায় সে অসুবিধা দূর হলো।

ক'লকাতার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা যে বোরকা ব্যবহার করে, আরবী-বোরকা সেরূপ নয়। উহা সুদৃশ্য ও সুন্দর। এদেশের অধিকাংশ ভদ্র মহিলারা আরবী বোরকা এবং অল্পাংশে মেসেরী বোরকা ব্যবহার করেন। ইংরেজ মহিলার ন্যায় সান্ধ্য-পরিচ্ছদে ভূষিতা হ'য়ে ভ্রমণ করা বাঞ্ছনীয় না হ'লেও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বোরকা প'রে বায়ু সেবন নিন্দার্হ নহে। ইহা ছাড়া বঙ্গমহিলার উপযুক্ত আবরুরক্ষাকারী পরিচ্ছদ আবিষ্কার করাও আবশ্যক। পর্দ্দার দোহাই দিয়ে নারীকে অধিকারে বঞ্চিত করায় কেবল নারী নয়, সমগ্র মুসলমান জাতি ক্ষতিগ্রস্ত

হ'য়েছে। যার নাম পর্দ্দা, তার দফায় শূন্য। পর্দ্দানশীন শরীফজাদীরা পরিধান করেন "শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী, সরমের অরি;" সে কাপড়ের সাত পুরুর ভিতরকার লোমকূপ দেখা যায় এবং তৎসঙ্গের নেটের সলুকা (কাঁচুলী) "কামিনী কাঞ্চনে" বীতরাগ ব্যক্তিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধনী মহিলাদের পরিবেশন পরিচর্য্যা করে খানসামা বাবুর্চ্চিরা। এরই নাম পর্দ্দা? "শরা" সৌধের দ্বারপালগণ (তথাকথিত মোল্লামণ্ডলী) রাসভ চীৎকার ক'রে উঠবেন, "আস্তাগফেরউল্লাহ, শরার বরখেলাফ বেপর্দ্দাগী আমাদের হাবিলীতে হয় না।" কতকটা সত্য, অর্থাভাবে চাকর চাকরাণীর ভিড় তাঁদের অন্তঃপুরে নাই বটে, কিন্তু তাঁদের হাবেলীর বিবীদের মত বেহায়া ও আবহুল্লা বিন মখতুমের ন্যায় বে-আবরুও অন্যত্র দেখা যায় না। আবরু রক্ষা ক'রতেও শিক্ষার প্রয়োজন হয়, মূর্খতা সকল দোষের আকর।

স্বার্থান্ধেরা ইসলামের কল্যাণ-প্রদ বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত ক'রে, নারী বনাম জাতির কত ক্ষতি করেছে, সে কথা ভেবে দেখবার শক্তিও তাদের নেই। মোহাম্মদী আইনানুসারে কতটুকু সুবিচার নারী পায়? মুসলিম মহিলার স্বাধীনতার দলিল (বিবাহে স্বামীর দেয় স্ত্রীধন ও অন্যান্য সর্ত্ত লেখা রেজেষ্ট্রী করা দলিল) কাবিন; সেই কাবিন উনানে ইন্ধন দেওয়া ছাড়া আবশ্যকমত কাজে লাগাঁবার ক্ষমতা নারীর নেই।

"মোসলমানান দর গোর,
মোসলমানী দর কেতাব।"

নারীর হিতজনক বাণী কেতাব চাপা দিয়ে নিজেদের অস্ত্রগুলিকে শানিয়ে ঠিক ক'রেছে নারী হত্যা করবার জন্য। সব অস্ত্রের সেরা অস্ত্র—পর্দ্দার কুলিশ—কঠোর মারণ-যন্ত্র। ঐ যন্ত্রটি নারীর শিক্ষারও

জ্ঞানার্জ্জনের (অবস্থা বিশেষে জীবিকার্জ্জনেরও) অন্তরায়। অবরোধ ও শিক্ষাহীনতা নারীকে মৃত্যু-পথের যাত্রী ক'রেছে।

নারী-নির্য্যাতন বা স্ত্রীনির্য্যাতন ও স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের প্রতি পশুজনোচিত ব্যবহার করা, তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষরা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ক'রেছে। শাশুড়ী-ননদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বধূ-নির্য্যাতন নূতন নয়; বরং প্রবীণাদের তুলনায় এখনকার বধূদের অবস্থা অনেক ভাল। বর্ত্তমানে স্বামী কর্ত্তৃক অবজ্ঞা, নির্য্যাতন, বিজ্ঞান সম্মতভাবে এত উন্নতি লাভ করেছে যে, ফলে বহু নারী জীবনে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে আত্মহত্যা মহাপাপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। উক্ত নির্য্যাতিতা, পরিত্যক্তাদের পিতা ভ্রাতাদের স্রষ্টা এতটুকু হৃদয় বা মনুষ্যত্ব দেননি যে, কন্যা ভগ্নীদের কাবিন ব্যবহার ক'রে সেই অসহায়া জীবগুলিকে জল্লাদের কবল হ'তে উদ্ধার করে। *

জনৈকা ধনীকন্যার বিয়ে হ'য়েছিল পিতৃব্যপুত্রের সহিত। একটি সন্তানের পিতা হবার পর, ধনী-জামাতা শিক্ষার্থে ইংলণ্ড গমন করেন, প্রত্যাগমন করেছেন শ্বেতাঙ্গিনী সমভিব্যাহারে, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীরূপ শূল অহরহ বুকে বিঁধে তার জীবন অশান্তিময় ক'রে দিল। শূল তুলে ফেলা যায় কি উপায়ে? স্ত্রীর অমতে তালাক আইনে গ্রাহ্য হবে না। অগত্যা পুরুষসুলভ বুদ্ধিবলে স্ত্রীকে ইনশিওরে তালাকনামা পাঠিয়ে দিলেন। স্ত্রী বেচারী সুপ্রভাত মনে ক'রে ইনশিওর নিয়ে দেখে তালাকনামা। শ্বশুরের প্রশ্নে শিক্ষিত জামতা উত্তর দিলেন, "তোমার মেয়ে তালাক নিতে

* সীতা উদ্ধারে মুখ পুড়িয়ে, লজ্জায় হনুমানকে কাঁদতে দেখে সীতাদেবী বর দিয়েছিলেন যথা, "কেঁদনা বৎস, দেশে গিয়ে দেখ তোমার স্বজাতি মাত্রেরই মুখ পোড়া" এস্থলেও তাই, অভিভাবক মাত্রেরই মুখপোড়া; কে কাকে উদ্ধার ক'রবে?

সম্মত না থাকলে ইনশিওর নিল কেন ?” ব্যস, ধর্ম্মতঃ আইনতঃ তালাক সিদ্ধ হ’য়ে গেল।

রসুলুল্লাহ সশরীরে উপস্থিত থাকলে, তাঁর পবিত্র হস্তখোদিত অমৃত নাহার কৃমি কীটের লীলাস্থল, পুরীষ-কলুষিত নর্দ্দমায় পরিণত দেখিয়া লজ্জিত না কুপিত হ’তেন? শিক্ষা, স্বাধীনতা থাকলে অবরোধ-বন্দিনী না হ’লে নারী এই অমানুষিক অবজ্ঞা অত্যাচার কখনই সহ্য ক’রতো না; অত্যাচার ক’রতেও হৃদয়হীনরা সাহস পেতো না।

মুসলিম-নারী কেন, যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বিনীই হোক, কুলমহিলারা তাদের তপোবনসদৃশ অন্তঃপুর খেলাফত্ বা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন মণ্ডপ ক’রে তুলবে না। না তা আমরা চাই না। চাই ইসলামদত্ত সম্মান, স্বাধীনতা। চাই ইসলামদত্ত অধিকার, চাই আমাদের মধ্যে বিরাট মাতৃত্ব জাগাতে। কে আমাদের পথরোধ ক’রবে, সমাজরূপী শয়তান? কখনই পারবে না। যুগভেরী-নিনাদে উপেক্ষিত ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠেছে, সত্য সাড়া দিয়েছে। কোথায় সমাজ—কোন্ নরকের অগ্নিময় গহ্বরে লুকিয়ে আছে? নির্য্যাতিতা বালিকাদের অভি-ভাবিকারূপে, পরিত্যক্তা নারীদের বন্ধুরূপে আমি সমাজের দরবারে বিচার প্রার্থনা কচ্ছি।

এস সমাজপতিগণ! শাসনদণ্ড ধারণ ক’রে এস আলেমগণ! মোহাম্মদী আইন-হ’স্তে ধর্ম্মাধিকার অলঙ্কৃত কর। ধর্ম্মতঃ বিচারে দোষী সাব্যস্ত হ’লে দণ্ড দাও, নারী তা অবনত মস্তকে গ্রহণ ক’রবে। অন্যথায় দোষীকে, অত্যাচারী চণ্ডালকে, অবজ্ঞাকারী পশুকে সাজা দাও। ‘ওমর কাজী’র কোড়াঘাতে তার মাংস খ’সে খ’সে পড়ুক, গোর্জ্জাঘাতে তার অস্থি চূর্ণ হ’য়ে যাক। সে দৃশ্য দেখে জীবন্মৃতা অভাগিনীদের বুকের বাড়বাগ্নি নির্ব্বাপিত ও নিপীড়িত—না না জীবনাহুতিদাত্রীদের আত্মা তৃপ্ত হোক!

তা যদি না পার, ততটুকু মনুষ্যত্ব যদি না থাকে তোমাদের ; তাহ'লে তোমরা নাস্তিক, নরাকারে শয়তান। সমাজরূপ শয়তানী-চক্রে অসহায়া মাতৃজাতিকে নিষ্পেষিত ক'রে পৈশাচিক ক্ষুধার আহার যোগাচ্ছ। মাতৃ-দ্রোহী হতভাগ্যগণ, কি চাও ? সেবা, যত্ন, প্রেম কিছুই-নাই। অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধায় নীচের নামিয়ে দিয়েছো, অত্যাচার উৎপীড়নে জীবন্মৃতা ক'রে রেখেছো, প্রতিহিংসার আগুণে ক্ষমাগুণ পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের মহত্বচ্ছায়ে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও কর্ম্মনাশা-জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

এস আমার অবহেলিতা, উপেক্ষিতা ভগিনিগণ ! গর্জ্জে ওঠো, ইসলাম-সুতা সিংহিনিগণ ! জল্লাদী চণ্ডালী-শক্তির মূলোচ্ছেদ ক'রতে প্রতিহিংসারূপ শাণিত তরবারি হস্তে এস। ইসলামের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নেবো, আর পদদলিত ক'রে যাবো সমাজের স্বার্থকলুষভরা বিধি-নিষেধ।

শক্তিরূপিনিগণ, শক্তি সঞ্চয় কর। মহিমময়ী বীর্য্যবতী বিশ্বপালয়িত্রী-রূপে জেগে ওঠো, সেবাশীলা দেবীরূপে অভয় বাণী ঘোষণা কর, তপস্বিনী রাবেয়া রূপে ধর্ম্মোপদেশ দান ক'রে ধীরে ধীরে ফিরে এস নারীর লুপ্ত গৌরবে। মহীয়সী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে বিরাজ কর সমাজ মন্দিরের শীর্ষস্থানে।

আমিন-সুম্মা আমিন !

নারীর কথা

—ঃ০ঃ—

দীর্ঘ নিদ্রার পর জেগে উঠে চোখে পড়ে কত শত করণীয়; তখন কাপড় খানা গুছিয়ে পরবার, বিছানাটা ঢাকবার বিলম্ব সহ্য হয় না, কাজে লেগে যেতে হয়।

আমাদের দেশেরও সেই অবস্থা হ'য়েছে। শতাব্দীর পর জেগে উঠে কেউ চাইছেন স্বরাজ, কেউ ব'লেন আর্থিক উন্নতি আগে ক'রতে হ'বে, আবার অনেকে ব'লছেন শিক্ষা বিস্তারই আগে চাই। ত্যাগে ক্ষয়, গ্রহণে পুষ্টি যাঁরা বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁদের দৃষ্টি প'ড়েছে অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর উপর।

সবগুলিই অত্যাবশ্যকীয়, সুতরাং সবই ক'রতে হবে। কিন্তু মেয়েদের জন্য কি ক'রতে হবে বা করা কর্ত্তব্য সে কথা তো তেমন শোনা যাচ্ছে না। যে কয়জন স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় তরুণের দল, আর সে আলোচনা হচ্ছে আনাচে কানাচে।

হোমরা-চোমরা কর্ম্মী ও সমাজ-সংস্কারকরা যে হাজারো মিটিং মজলিসে নিত্য নূতন মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, তা'তে তো এ সম্বন্ধে দস্তুরমত আলোচনা হচ্ছে না। অনেকে ব'লবেন তাঁদের আলোচনার ফলেই গণ্ডা গণ্ডা বি-এ, এম-এ উপাধিধারিনী ও অলি গলিতে মেয়েদের এত স্কুল কলেজ। গোটা কয়েক স্কুল ও কলেজ যে আছে তা তো জানি, কিন্তু সে সব পূর্ব্বেই সংস্থাপিত হয়েছিল; আমি বর্ত্তমানের কথা ব'লছি। দশ

বছর আগে যে আশা আকাশ-কুসুম নামে অভিহিত হতো, সেই আশা যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রতে পারছে, তখন এই হতভাগ্য জীবগুলোর মঙ্গলের জন্য নূতন আর কিছু কর'তে নাই কি?

দু'চারটা 'গার্ল্‌স্‌' স্কুলে, মুষ্টিমেয় মেয়েদের শিক্ষায়, সমগ্র নারীজাতটার কতটুকু উপকার হবে বা হওয়া সম্ভব? অঙ্গুলি গণনায় শেষ হ'লেও মেয়েদের যা একটু শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে সহরে, তবে পল্লীবাসিনীদিগকে কি শিক্ষা পাবার জন্য সহরে আস্‌তে হবে? পাশকরা বিদ্যার দরকার থাকলে অন্যান্য বাজে কথার মত এটাও না হয় দিনকতক কপ্‌চানো যেতো। তাদের এতটুকু শিক্ষাই যথেষ্ট—যা'তে তা'রা নিজেকে মানুষ ভাব্‌তে পারে, বিচার শক্তি লাভ ক'রে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তান পালন শেখে। তাদের সঙ্গে যা'রা মিশেছে, তা'রা ছাড়া তাদের জীবনের ব্যর্থতা অন্যে অনুভব ক'রতে পা'রবে না। তা'দিগকে দেখলে দয়া হয়। অধঃপতিত দেশেই ওরূপ অভিশপ্তা মাতৃজাতি সম্ভব, ফ'লছেও তাই কাঁটা গাছে বিষফল।

সাধারণতঃ পুরুষরা মুখে যা'ই বলুন, কার্য্যতঃ নারীকে মানুষ দেখ্‌তে চা'ন না। মানুষ হ'বার সুযোগও পারত পক্ষে দেবেন না। শিক্ষিত 'বর' পাবার জন্য মেয়েকে চিঠি লিখ্‌তে শেখানো আর সুশিক্ষা দেওয়ায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তা'র পর স্বাধীনতা মানে ন্যায়ত ধর্ম্মত অধিকার পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সেইগুলি পাওয়ার নামই হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করা।

পুরুষরা পিতা ভ্রাতা ও স্বামীর কর্ত্তব্য পালন ক'রলে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রা'খবার উদ্দেশ্যে ন্যায়ধর্ম্ম পদদলিত না ক'রলেই আমাদের প্রাপ্য আমরা পা'ব, চাইছিও শুধু সেইটুকু। এদিকে কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রাম" হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের মতে স্ত্রী-স্বাধীনতা মানে

নারীদের সর্ব্বত্র অবাধগতি (ও মাসে তিনবার 'ডাইভোর্স' বোধ হয়) ছাড়া আর কিছু নয়, সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনলেই তা'রা আতঙ্কে শিউরে উঠে। তা'হলে যে সতী ব'লতে কেউ থাকবে না। ধর্ম্ম অতলে তলিয়ে যাবে। একথা তারা বলতেও পারে, কারণ, "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" সর্ব্বত্র অবাধগতি থাকাতেই সম্ভবতঃ নরের মধ্যে সৎ বলতে কেউ নেই, সুতরাং ঐ অবস্থায়ও যে নারীর মধ্যে সতী থাকবে, এভাব তাদের মনে আসাই অসম্ভব। তা ছাড়া তাদের প্রলোভনে যে হতভাগিনীরা বাইরে আসে, তারা আত্মরক্ষা ক'রতে পারেনা বা করে না। এস্থলে পুরুষের পশুত্বই যখন দায়ী, তখন অবরোধের দরকার কার? হিংস্র পশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়—না মানুষকে?

কয়েদী ক'রে রেখে যে সতীত্ব বজায় রাখতে হয়, সে সতীত্বের মূল্য কি? মূর্খ মানুষের পদস্খলন হ'লে সে পাপের শেষ সীমাও ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষিত মানুষ, য'ার পাপ পুণ্য বোঝবার ক্ষমতা আছে, সে পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধার ক'রতে পারে। নারীর আত্মায় জাগরণ দিয়ে অন্ধকারে পাঠিয়ে দাও, নিজেই সে নিজেকে রক্ষা ক'রবে। নারীও মানুষ, শুদ্ধ জীবনের মর্য্যাদা বোঝবার ক্ষমতা তা'রও আছে। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে যদি নারীর মনপ্রাণ উদ্ভাসিত ক'রে দেওয়া হয়, জীবনের দুঃখ বেদনার সংগ্রামে জয়ী হ'বার উপযুক্ত ক'রে যদি গ'ড়ে তোলা যায়; স্বামী, শ্বশুর, পিতা বা ভ্রাতা তাকে ভাত না দিলেও যদি সে ভাতের সংস্থান ক'রে নিতে পারে, তাহ'লে কখনই সে এমন কাজ ক'রবে না, যাতে তা'কে বিবেকের কাছে লজ্জিত হ'তে হ'বে। অনেক সময় অন্নাভাব মানুষের চরম অবনতির কারণ হয়।

গার্হস্থাশ্রমে কর্ত্তৃত্ব পেয়ে পুরুষেরা নারীর পরকালের পর্য্যন্ত ত্রাণকর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অনুরোধপত্র না পেলে নাকি জগৎপতিও আমাদের

সুবিচার ক'রবেন না। আর জন্মগ্রহণ ক'রেছে তো আমাদের উপর অত্যাচার ক'রতে—ভগবানের পরওয়ানা হাতে নিয়ে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে যারা গগনবিদারী চীৎকার করে, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তাদের থাক্‌লে, কখনই তারা ধর্ম্মের এত বেশী অপমান ক'রতে পারতো না। নারীর বর্ত্তমান অবস্থা কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত ?

তা' ছাড়া কি কুটিল হিংস্র ঐ তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষগুলো। অশিক্ষিতা "পাড়াকুঁদুলী"দিগকে তারা অম্লানবদনে সহ্য করে, কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের সুযুক্তি তা'দের কাছে, "লেখাপড়া জানা বেহায়া মদ্দা মেয়ের লেকচার" নামে অভিহিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার কথা উঠলেই ঐ ধরণের একদল লোক তুমুল কলরব ক'রে ওঠে—"আরে ওরা তো চাকরী ক'রতে যাবে না, ওদের লেখাপড়ার দরকার কি !" শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন গোলামী করা; জ্ঞানলাভ হোক বা না হোক, চরিত্র চুলোয় যাক, চেনা চাই শুধু টাকা। এই সব গোলামরা আবার স্বরাজ স্বাধীনতা পাবার আশা করে।

অন্নাভাব মানুষের অবনতির অন্যতম কারণ, সে কথা সকলেই স্বীকার করে; কিন্তু অন্নাভাব যে নারীর দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ, সে কথা কি কেউ ভাবে কখনও ? জ্ঞান দানের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে পুরুষের মত গ'ড়ে তুলতে হবে। পরানুগ্রহে প্রতিপালিতা না হ'য়েও যেন সে বেঁচে থাকতে পারে, প্রাণহীন দ্রব্যের মত কেউ যেন তা'কে চুরি ক'রতে না পারে। কেবল পুরুষই তাকে বিয়ে ক'রবে কেন, নারীও যেন পুরুষকে বিয়ে ক'রতে পারে, পুরুষের অনুগ্রহভিখারী দাসী না হ'য়ে তারা যেন বিদ্বান সুধীগণের সহোযোগিনী সঙ্গিনী হয়। জীবন-যাত্রাতে কেবল যে পুরুষের সাহায্য ব্যতীত নারীর চলে না তা নয়, পুরুষও অচল হয় নারী ব্যতীত। এই সহযোগীতা মানতে হবে, এ ঋণ স্বীকার ক'রতে হবে।

আমরা যতদিন ভিক্ষায় শিক্ষা, স্বাধিকার পা'বার আশা ক'রবো, ততদিন আমাদের দুর্দ্দশারও অবসান হ'বে না। আমাদের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হ'য়ে পুরুষরা একযোগে আমাদের স্বাধীনতার সনন্দ দেবে না। পরের দুঃখ দুর্দ্দশা অনুভব ক'রবার ক্ষমতা যাদের নেই, চোখের জলের মর্য্যাদা যারা বোঝে না, তাদের কাছে চোখের জল ফেলা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। ভাল জিনিষ কেউ কখনও হাতে তুলে দেয়? নিতে হবে জোর ক'রে হাত থেকে ছিনিয়ে। ভিক্ষার আঁকাড়া মুষ্টিমেয় তণ্ডুল কণায় রাক্ষসী-ক্ষুধার শাস্তি হওয়া কি সম্ভব?

পুরুষদের বিনা সাহায্যেও আমরা অনেক কাজ ক'রতে পারি, যদি ক'রবার ইচ্ছা থাকে। একার চেষ্টায় যা' অসম্ভব, সমবেত চেষ্টায় তা' সহজে সুসম্পন্ন হবে। চেষ্টা মাত্রেই সফলকাম হ'তে পারা যাবে, তার কোনও মানে নাই। হয়তো আমরা পাতা কুড়িয়ে যাবো, সুখে আগুন পোয়াবে ভবিষ্যৎ যুগের মেয়েরা, সুফল ভোগ ক'রবে সমগ্র দেশ ও জাতি।

নেত্রীস্থানীয়া মহিলাদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, তাঁরা আমাদের হাত ধ'রে পথ প্রদর্শন করুন। আর্থিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তা ভাগ্যবতীদের প্রতি সানুনয় মিনতি, তাঁরা অর্থব্যয়ে পথ প্রস্তুত করুন; আর আমাদের অধিকার-বঞ্চিতা ভগ্নিদিগকে করযোড়ে অনুরোধ করছি, তোমরা জাগো গো জাগো। জাগিয়ে তোল তোমাদের সুপ্ত শক্তিকে। আজ মহা-বিশ্বে মহা-জাগরণ, জাগরণী-সঙ্গীতের সুর লহরী জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করছে। এ সুখদ সময়ে, সুদিনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে না জাগা মহাপাপ। নাগপাশ ছিঁড়ে লৌহনিগড় ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াও সুপ্তা সিংহিনীগণ; চেয়ে দেখ কোথায় তোমাদের আসন, আর এসে পড়েছ কোথায়! মঙ্গল-সাধিকারূপে জাগো; মূর্ত্তিমতী কর্ম্মরূপে জাগো, অভয়দাত্রী দেবীরূপে

জাগো। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা কর—আমরা ছোট নই, দাসী নই, তুচ্ছ নই, পশু নই—আমরা মানুষ, মানুষের প্রাপ্য অধিকার আমাদের পেতেই হবে। কবির ভাষায় বলি,

"তুমি নহ হীন নহ তুচ্ছ।
নহ চরণ-পৃক্ত রিক্ত তিক্ত পথের রেণুকা-গুচ্ছ।
নহ সৃষ্টির তুমি জঞ্জাল, নহ পাপের প্রথম উৎস।
নহ চির-অপরাধী করুণা-ভিখারী, অভাগী অধম কুৎস।
তুমি নির্ম্মল, তুমি উজ্জ্বল, তুমি মঙ্গল, তুমি ব্যক্ত।
তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি স্রষ্টার সার সৃষ্টি,
তুমি চাতক ধরার তৃষিত কণ্ঠে মূর্ত্ত অমিয়া বৃষ্টি।"

স্বাবলম্বিনী।

নারী-শিল্পাশ্রমের ফটকে দু'খানি প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ী লাগবামাত্র খারওয়ার পর্দ্দা টানিয়া গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল শিল্পাশ্রমের দু'জন মামা (চাকরানী)

খান বাহাদুর মশাররফ হোসেনের স্ত্রী কন্যা ও পুত্রবধুরা শিল্পাশ্রম দেখতে এসেছেন। মামারা (চাকরানী) তাঁহাদিগকে ড্রইং রুমে নিয়ে বসাল, শিল্পাশ্রমের সেক্রেটারী মিসেস্ আনওয়ার, তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত ক'রে আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী এবং আশ্রমবাসিনীদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেখাচ্ছেন। একটি প্রশস্ত হল কামরায় দশ বার জন মহিলা সেলাই করছিল। সুন্দর সুদৃঢ় মেশিনগুলি মধ্যস্থলে স্থাপিত, শিল্পিগণ মুখামুখী বসে সেলাই করছে। তারা প্রফুল্লমুখী হাস্যবদনা, যেন পরানুগ্রহের লৌহনিগড় খুলে, মুক্তির মধুর আস্বাদে বিভোরা।

আগন্তুক মহিলারা কেউ "টার্কিশ্" কোটের ছাঁট কাট; কেউ বা নূতন ফ্যাসানের "ব্লাউজ"এর সেলাই দেখতে দেখতে শিল্পিদের কার্য্য-কুশলতার প্রশংসা করছেন। একটি সেলাইনিরতা আনতবদনার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, খান্ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু মিসেস হামিদ চমকিয়া উঠিলেন। একি দৃষ্টিভ্রম! না সেই তো ঠিক। সহস্র লোকের মধ্যেও বাল্যসঙ্গিনীকে চেনা দুষ্কর নহে। মিসেস হামিদ বিদুষী বুদ্ধিমতী, চকিতে বিস্ময়ভাব গোপন ক'রে অপরিচিতার ন্যায় তার অর্দ্ধসমাপ্ত পেটিকোটটীর ছাঁট দেখতে দেখতে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কোন্ সময়ে এলে তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হ'বে?" সে বল্ল, "সন্ধ্যার পর"।

রাত্রি সাত ঘটিকা। দিবসের কার্য্যান্তে আশ্রমবাসিনীরা স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রাম করিতেছে। বিদ্যুৎ আলোকোজ্জ্বল কক্ষে একটী পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়া মহিলা দৈনিক সংবাদপত্র "বঙ্গনারী" হস্তে চেয়ারে বসিয়া আছে। কক্ষটীতে আসবাব পত্র সামান্য হইলেও সজ্জিত মার্জ্জিত হইয়া গৃহবাসিনীর সুরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব্বদিকে খাটের উপর মশারি-ঢাকা ধপধপে শয্যা, প্রাচীর-গাত্রে দুটী র‍্যাকে আশ্রমলক্ষ্মীদের স্বহস্ত প্রস্তুত খদ্দরের শাড়ী, "ব্লাউজ" ও দেশী লংক্লথের সেমিজ, পেটীকোট এবং হাতে-বোনা একখানি তোয়ালে উহাদের স্বাবলম্বনের পরিচয় দিতেছে। র‍্যাক-নিম্নে ছোট ড্রেসিং টেবিলের পার্শ্বে টিপয়ের উপর পানের বাটা, "বিরেদান" ও গ্লাস। দরজার বামপার্শ্বে একটী মাঝারি সাইজের টেবিলের উপর দশ বারখানি ঝকঝকে বাঁধানো পুস্তক, ব্লটিং প্যাড, দোয়াতদান ও চার পাঁচখানা সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র। উহার সম্মুখের চেয়ারে পূর্ব্বোক্ত মহিলা উপবিষ্টা।

মহিলাটীর দেহ বেষ্টন ক'রে খদ্দরের অঞ্চল চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে ঝুলছে, তাহার শান্ত মুখশ্রী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, উজ্জ্বল নয়ন দু'টী যেন বিষাদক্লিষ্ট অন্তরের দর্পণ। অলঙ্কারের মধ্যে মণিবন্ধে সরু দু'গাছি পালিস রুলী। কাগজ হাতে নিয়ে শূন্যে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

হাসতে হাসতে একটী পঞ্চবিংশবর্ষীয়া সুন্দরী গৃহপ্রবেশ ক'রে বল্ল, "কিগো মিসেস লতিফ, কড়িকাঠ গুণ্‌ছ? কাগজখানা হাতে কেন, ও-বেচারীকে অব্যাহতি দাও না।" মিসেস লতিফ পার্শ্বস্থ বেতের চেয়ারখানা টেনে যুবতীকে বস্‌তে দিয়ে বল্ল, "এস ভাই, আজ মনটা বড় খারাপ আছে, কাগজ পত্রে মন দিতে পাচ্ছি না।"

নবাগতা বিধবা মিসেস রফিক ও আশ্রমবাসিনী। এই দুটি নারী পরস্পরে দরদের দরদী, অভিন্নহৃদয়া সখী। মিসেস রফিক, আসন গ্রহণ ক'রে বল্ল, "তোমার মন কবে ভাল থাকে, ধার-করা হাসিতে, ভেক-নেওয়া প্রফুল্লতায় সকলকে ঠকাও, আমায় ত' পার না। থাক্, ওতো নিত্য নৈমিত্তিক, এখন আজকের ব্যাপারটা কি বল?"

মিসেস্ লঃ। "অনেক দিন পরে আজ একজন খেলার সাথীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, সম্ভবতঃ কাল সন্ধ্যার সময় সে আস্‌বে।"

মিঃ রঃ। ওঃ, আজ যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই কেউ বুঝি?

মিঃ লঃ। হাঁ, এঞ্জিনিয়ার হামিদ হোসেনের স্ত্রী জাহেদা।

মিঃ রঃ। শ্রাবণের মেঘের মত তোমার চোখ দুটী সদাই সজল, বর্ষণের ভয়ে কোন কথাও জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস হয় না; কিন্তু বড় দুঃখ হয় যে, এত ভালবেসেও আমায় বিশ্বাস ক'র্‌লে না।

মিঃ লঃ। কি ব'ল্‌ছিস?

মিঃ রঃ। ব'লছি যে আমার ধারণা কখনও ভুল হয় না। তোমাকে দেখে বোঝা যায়,—পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করবার দরকার নাই তোমার, তবে তুমি এখানে কেন?

মিঃ লঃ। কাল জাহেদাও জিজ্ঞাসা ক'রবে আমি এখানে কেন; সেই সময় উপস্থিত থেকো, দু'জনার প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গেই দেবো।

এমন সময় একটী পঞ্চমবর্ষীয় পরম সুন্দর বালক নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে মিসেস লতিফের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। শিশুটী মিসেস্ রফিকের একমাত্র সন্তান মনসুর আলী। এই পিতৃহীন শিশুটি মিসেস লতিফের সান্ত্বনার স্থল। অবোধ শিশু বুঝ্‌তে পারে যে, ঐ স্নেহময়ীর বাৎসল্য-নির্ঝরিণী অযাচিত ভাবে তার মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে; সুতরাং মাতৃসঙ্গ অপেক্ষা খালা আম্মার সঙ্গসুখ তার আরামদায়ক।

পরদিবস সন্ধ্যার পরেই মামা সমভিব্যাহারে মিসেস্ হামিদ এলেন। মিসেস্ লতিফ তখনও নামাজ-আসনে, মগরবের নামাজ-অন্তে জবানী কোর্‌আন পড়্‌ছে। মিনিট পনের পরে উঠে বাল্যসঙ্গিনীর অভ্যর্থনা কর্‌ল। মিসেস্ হামিদ বল্‌লেন, "রকু, চার বছর পরে দেখা, সারারাত জেগে কথা কইলেও কিছুই বলা বা শুনা হবে না ভাই, কিন্তু কি কর্‌ব ন'টার মধ্যেই আমাকে বাসায় পৌঁছুতে হবে, সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র চার বছরের সংবাদ বলো। তুমি এখানে কেন? ধনীকন্যা, জমিদারপত্নী, হ'য়ে তুমি কিসের অভাবে শ্রমস্বীকার ও শিল্পাশ্রম আশ্রয় ক'রেছ?" মিসেস লতিফের নাম রোকেয়া।

রোকেয়া। "যথাসম্ভব শীঘ্র ব'লবো। এখানে তোমার মত আর একটি রত্ন পেয়েছি, তাকেও আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুনা'তে হবে।"

জাহেদা। "বেশত তাকে ডাক, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার ব্যথার ব্যথী যে, সে আমারও সমদুঃখভাগিনী।"

ডাকতে হ'ল না, পানের খিলভরা বিরেদান হস্তে মিসেস্ রফিক কক্ষে প্রবেশ কর্‌ল। রোকেয়া তাহার সহিত জাহেদার পরিচয় করিয়ে দিতে জাহেদা চিন্‌তে পার্‌ল যে, মিসেস্ রফিক তার স্বামীর সোদরোপম বাল্যবন্ধু, স্কুল-সবইনেস্পেক্টার পরলোকগত মোহাম্মদ রফিকের স্ত্রী।

কিয়ৎক্ষণ সদালাপের পর জাহেদা বল্‌ল, "পাঁচ বছর পূর্ব্বে মেয়ের শিক্ষা ও বিয়ের জন্য তোমায় বড় ভাব্‌তে দেখেছিলুম। মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে শুনেছি, মেয়ে কি এখন শ্বশুর বাড়ীতে?"

রোকেয়া।—"তের বছর বয়স বিয়ের বয়স নয়। বিয়ের জন্য নয়, পড়ার খরচ জোগাতে না পেরে দিন কয়েক বড় বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলুম। বিয়ের

সম্বন্ধ আস্‌তো পাঁচ জায়গা থেকে, তাই নিয়ে আপনা-আপনির মধ্যে একটু নাড়াচাড়া হ'ত। মেয়েটী একমাত্র সন্তান, তার শিক্ষাদানও অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং দস্তুরমত শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলুম; কিন্তু মাসিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা ব্যয় করা আমার সাধ্যাতীত হওয়ায় বড় অসুবিধা হ'য়েছিল; বাধা দিতেও কেউ ত্রুটী করেনি। "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়" কথাটা খাঁটী সত্য। পিতৃদত্ত গহনা বিক্রয় ক'রে টাকার সংস্থান ক'রে নিলুম।"

জাহেদা।—পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ অর্থশালী পিতার, তুমি কেন গহনা বিক্রি করলে?

রোকেয়া।—"মোসলমানদিগের শাস্ত্রে কর্ত্তব্য থাকতে পারে, কিন্তু পালনও যে ক'রতে হ'বে তার মানে কি? কয়জন পিতা কর্ত্তব্য পালন করে? কিছুদিন পরে যে-সহরে আমার বাপের বাড়ী সেই মহাকুমায় আমার স্বামী বদ্‌লী হ'লেন। আমাদিগকে কাছে রাখ্‌তে তিনি চিরকালই নারাজ। কিছুদিন রেখেছিলেন আমার জবরদস্তিতে ও নিজের গরজে।"

জাহেদা।—কি রকম?

রোকেয়া।—"তাঁর চার পাঁচটি আত্মীয় তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়ে বিদ্যাশিক্ষা ও চাকরী ক'রতো। লোক বেশী, বড় সংসার, চাকরদের হাতে থাকলে বেবাক চুরি, সুতরাং আমাকে কাছে রেখেছিলেন। মহকুমায় বাড়ী না পাওয়ার ওজরে আমাদের নিয়ে গেলেন না, তখন দরকারও ছিল না। আত্মীয়দের মেসে রেখেছিলেন।"

"তিনিও আমাদের সঙ্গে আব্বার বাড়ীতে থাক্‌লেন। কিছুদিন পরে নানাস্থান হ'তে মেয়ের বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। দু'একটি ছাড়া প্রায় সব কয়টীই পসন্দমত ছিল, কিন্তু তাঁর পসন্দ কোথাও হ'ল

না। প্রথমে নিজেই কথাবার্ত্তা বলা-কওয়া করেন, প্রায় কথা স্থির ক'রে আনেন এবং ঠিক তার পরেই একটা কিছু নিন্দা ধ'রে জওয়াব দিয়ে দেন। কার কাছে যে পাত্রপক্ষের সেরূপ অকথ্য নিন্দা গ্লানি শুনেছিলেন, ব'লতে পারি না। তিন বছরে প্রায় দশ পনেরটা সৎপাত্র ছেড়ে দেওয়ায় আমার সন্দেহ হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'রতে বল্লেন, "তোমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে লোকের সঙ্গে কথা কই; বিদেশে অনাত্মীয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে শত্রু কেনবার ইচ্ছা আমার নেই। ভবিষ্যতে মেয়ে নিজের প্রাপ্য বে'র ক'রে নেবে, তখন আমার ভাইদের ছেলেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে, সে আমার সহ্য হবে না। দেখে শুনে আপনার লোকের সঙ্গেই দেবো।" কুড়ি বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর ও স্বামীর আত্মীয় স্বজনের নিকট যে স্নেহ, ভালবাসা ও ব্যবহার পেয়েছি, তা'তে ওদের নাম আমার ঘৃণা ও আতঙ্কের কারণ হ'য়েছিল. আর আমার মা-ও আত্মীয় বিবাহের বিরোধী। সুতরাং স্পষ্ট বল্লাম, কখনই আত্মীয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না, তার চেয়ে মেয়ে চিরকুমারী থাক্। আমার এই কথাটি যে তাঁর মনে প্রাণে আগুন লাগাবে, আমি তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"অবশেষে তিনি জমিদারসুলভ পন্থা অবলম্বন ক'রলেন। এক নামজাদা লম্পট মাতাল প্রৌঢ়কে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে উদ্যত হ'লেন, সে লোকটার থাকবার মধ্যে ছিল, চার শত টাকা বেতনের চাকরী। এতদিন সব কথাতেই মনে না হোক, মুখে তাঁর উপর নির্ভর ক'রতাম; আর পারলাম না। সত্য কথা ব্যক্ত ক'রে ফেল্লাম। বল্লাম, "তোমার উদ্দেশ্য বুঝেছি, মেয়ে সুখী বা দুঃখী হোক, সৎ বা অসৎ পাত্রে পড়ুক, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, যেন তেন প্রকারেন তোমার সম্পত্তি রক্ষা হওয়া চাই। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে-প্রকারেই হোক

যোগ্যপাত্রে কন্যা সমর্পণ ক'রবো।" এতদিন আমার ও মেয়ের উপর তাঁর যে জাতক্রোধ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই কথা উপলক্ষ্য ক'রে তা ফুটে উঠলো!

"এই ঘটনার দু'তিন মাস পরে বিহারবাসী জনৈক নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আমার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হ'লো। সন্ধানে জানা গেল বনিয়াদি বংশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্বভাব-চরিত্র অনিন্দ্যনীয়। জানি না, তার বংশ পরিচয়ে, না বিনয়নম্র ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। বিয়ের দিন পর্য্যন্ত হ'বার পর দেশে গেলেন আত্মীয় মহিলাদের আনবার বন্দোবস্ত করার জন্য, কিন্তু সেখান থেকে আব্বাকে চিঠি লিখ্‌লেন, "বিদেশী লোকের সঙ্গে ছেলে মেয়ের আদান প্রদান আমাদের দেশে নিন্দার্হ, তাকে জওয়াব দিন।" কি উপাদানে স্রষ্টা আমার আব্বাকে গড়েছিলেন জানিনা, তিনিও ইতস্ততঃ ক'র্‌তে লাগলেন! তাঁর অসদভিপ্রায় আমার অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং এ সম্বন্ধ আব্বাকে ছাড়্‌তে দিলাম না, আব্বাও বিশেষ আপত্তি ক'ল্লেন না। অগত্যা মেয়ের আব্বা বেগতিক দেখে আর উচ্চবাচ্য ক'রলেন না, ধার্য্য দিনে শুভকার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেল।"

"বিয়ের দু'মাস পরে বুঝ্‌তে পারলাম, জামাইটি আমার নরকুলগ্লানি। ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত মানুষ যে এত নীচ, পশু-প্রকৃতি হ'তে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। তখন আর উপায় কি, মানিয়ে চলা ছাড়া। ক্রমশঃ তার পরিবর্ত্তন হ'ল অর্থাৎ সকলের নিন্দালাভ ক'রে সুদে আসলে শোধ তোলবার মতলবে মানুষের মুখোস প'রল। যথাসময়ে মেয়ের একটী পুত্রসন্তান হ'ল। নাতির জন্মের পর আমার স্বামী ভয়ানক হিংস্র হ'য়ে উঠলেন। সর্ব্বদা বিষণ্ণ, চিন্তাযুক্ত ও উগ্রমূর্ত্তি, নীরোগ শরীরে দিনের পর দিন শীর্ণ দুর্ব্বল হ'তে লাগলেন। এখন তাঁর

ব্রত হ'ল আমাদের পিতা পুত্রী ও আমার জামাইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটানো। 'অসৎকাজে শয়তান সহায়' তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে। দু'বছর অবধি আমার জীবনের অবলম্বন, আমার নয়নের মণি আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জল্লাদের হাতে নির্য্যাতিত হচ্ছে। ফলে তার দেহ ব্যাধির আকর ও জীবন বিষময় হ'য়েছে। দু'বার আত্মহত্যাও ক'রতে গিয়েছিল। স্বামী ব'লেছে, "আমি যখন মফঃস্বলে থাকি, তখন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়িস্, তুই শীঘ্র ম'রলেই আমার লাভ!" মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় 'মা' 'মা' রবে রোদন ক'রলে তার হৃদয়হীন শয়তানাবতার স্বামী তাকে প্রহারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দমন করে।"

জাহেদা—"দমন কি?"

রোকেয়া।—"আমার নামোচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। 'মা' ব'ল্লেই অকথ্য ভাষায় তিরস্কার ও নির্ম্মম প্রহার সহ্য করতে হয়। প্রথম প্রথম বড় অধৈর্য্য হ'য়েছিলুম। আমার কাতরতায় সকলেই মর্ম্মাহত হ'ল, কেবল 'চরণ কাঁপিল না, হৃদয় টলিল না' আমার পাথরে-গড়া পিতার দয়া তো দূরের কথা, এত অত্যাচারের এক কড়া বিশ্বাসও হ'লনা তাঁর। বাঁধিগৎ আওড়াতেন, "পিতার পরামর্শে স্বামী যন্ত্রণা দিচ্ছে, আমি মাতামহ তা'র কি প্রতিকার ক'রব? তুমি স্বামীর অবাধ্য হয়েছ, তা'র প্রতিফল পেতেই হ'বে।" সারাটি বছর নয়নজলে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও 'কাবিন' ব্যবহার ক'রে, অসহায়া, রুগ্না বালিকার জীবন রক্ষা করার জন্য মিনতি ক'রে যা' উত্তর পেলাম, সে কথা ব'লতে ঘৃণায় আমার বাকরোধ হ'য়ে আসে। এই সব বিষয়ী লোক এত হৃদয়হীন, এত স্বার্থপর!"

জাহেদা।—"ক্ষমা কিসের?"

রোকেয়া।—"মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম, সেই অপরাধের। সকলে

বলে বিয়ে দিয়েছিলে কেন? স্বামী বলেন, "এখনই ওর হয়েছে কি? পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াবে।"

জাহেদা।—"কি ভয়ানক! বিষয়-বিষে মানুষ এমন পাষণ্ড হয়!!

রোকেয়া।—"তা'রা যাই হ'ক, আমি কিন্তু তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হৃদয়হীনদের নির্ম্মম কশাঘাতে আমার সুপ্ত মাতৃত্ব জেগে উঠেছে। আমার হৃদয়-প্রতিমার করুণ-ক্রন্দনে, নির্য্যাতন-ক্লেশে, রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তিতে আমি ব্যথিতের ব্যথা, লাঞ্ছিতের মর্ম্মবেদনা, পীড়িতের রোগ-যন্ত্রণা ও মাতৃহীনের দুঃখ অনুভব কচ্ছি। এখন আমার উদ্দেশ্য—স্বাবলম্বিনী হওয়, জীবনের অবলম্বন সেই অসহায়া বালিকাকে জল্লাদের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তা'কে জাগরণ দেওয়া ও জাতির কল্যাণে, পরহিতব্রতে অর্থসামর্থ্য নিয়োজিত করা।"

জাহেদা।—"বাঞ্ছাকল্পতরু করুণাময় খোদা তোমার মহান উদ্দেশ্য সফল করুন। এখন তোমার মাসিক আয় কত?"

রোকেয়া।—"ষাট পঁয়ষট্টি; টাইপ্ রাইটিং ও সাইনবোর্ড লেখা শিখ্‌লে মাসিক আয় দেড়শত টাকা হ'বে। রীতিমত পরিশ্রম ক'রলে এখনও সত্তর পচাত্তর হয়; কোন কোন মাসে করি, কিন্তু সব সময় পারি না। মাথা ঠিক নাই। পরানুগ্রহে প্রতিপালিত হওয়ার দুঃখ দয়াময় দূর ক'রেছেন। এ যে কতবড় মুক্তি, কি শান্তি, তুমি তা' অনুভব ক'রতে পারবে না। এই বুঝি দুনিয়ার বেহেস্ত। স্বামী মহোদয় যেদিন আব্বাকে লিখেছিলেন, "এই মাস থেকে মাসিক দশটাকা দেওয়া বন্ধ ক'রলুম; আমার কাছ থেকে আর একটি তাম্রমুদ্রাও আমার ঘরে স্থান পা'বার আশা ত্যাগ ক'রতে বলবেন।" সেদিন নিজেকে কি অসহায় ও অকুল পাথারে নিমজ্জিত ভেবেছিলুম, আজ সে কথা মনে পড়লেও

হাসি পায়। উঃ কি অসহায়া নিরাশ্রয়া তথাকথিত ধনী জমিদারপত্নিগণ—অবলা সরলা, হেরেমবাসিনী বন্দিনী নারীগণ!"

"মানুষ যে মানুষের খোদা নয়, মানুষ যা করে বা পারে, ইচ্ছা ক'রলে তারাও যে তা ক'রতে পারে এই সহজ সরল কথাটা বোঝবার শক্তি তাদের নেই। এইটুকুর জন্য পতিকে পরম গুরু ব'লতে ইচ্ছে হয়। গুরু না হ'লে জাগরণ কে দিতে পারে? তাঁর আঘাতেই আমার লুপ্ত চৈতন্য ফিরে এসেছে। তাঁর নির্ম্মম কশাঘাতের তীব্র বিদ্যুৎ-চমকে দেখ্‌তে পেয়েছি জীবনের উজ্জ্বল আলোকময় পথ। কুহেলিকা সরিয়ে আমার অন্তর্দেবতা হাতছানি দিলে আর সব বাধাবিপত্তি পদদলিত ক'রে বিধি নিষেধ উপেক্ষা ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালুম।"

জাহেদা।—"কিরূপে এলে? কেউ বাধা দিলে না? এখন তোমার আব্বা বা স্বামী বাড়ী নিয়ে যেতে চা'ন না?"

রোকেয়া।—"সুযোগকে খুঁজলেই সুযোগ ধরা দেয়। জনৈক আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে আব্বার এক বন্ধুকন্যার সহায়তায় এখানে এসেছি। আগে পত্র দ্বারা মিসেস আনোয়ারের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখে ছিলুম। আব্বা বলছেন, "বাড়ী এস, সব পা'বে, শিল্পাশ্রমে থেকে আমার সম্ভ্রমহানি কোরোনা। কেউ কিছু নাই বা দিলে আমার কাছেও তোমার প্রাপ্য আছেত।" স্বামী দেশের বাড়ীতে নিয়ে যা'বার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন!

জাহেদা।—"বেশ তো যাও না।"

রোকেয়া।—কি বল্লে? কোথায় যা'ব, কিসের আশায় যাব; যে আমার দুর্দ্দাশার মূল, যার ইঙ্গিতে আমার হৃদয়-প্রতিমা জল্লাদের হাতে নির্য্যাতিত হ'য়ে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার সেবা ক'রতে? সেই ঘৃণ্য লোকটার সঙ্গসুখ কি আমার এতই বাঞ্ছনীয়!"

জাহেদা।—"তাঁর বাড়ী নয়, তোমার আব্বার বাড়ি যেতে বল্‌ছি। তাঁর এতদিন পরে দেশে নিয়ে যা'বার উদ্দেশ্য কি?"

রোকেয়া।—উদ্দেশ্য—সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব ক'রে নির্য্যাতন করা, মেয়েটার সংবাদ থেকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করা। আব্বার বাড়ী যা'ব একবার, নিজে যখন অধিকার দিচ্ছেন, তখন তাঁদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যও র'য়েছে। যেটুকু নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আমার প্রতি করেছেন, সে শুধু জামাইকে সন্তুষ্ট ক'রে নাত্‌নী নিয়ে আসবার এবং আমাদের প্রাপ্য আদায় ক'রবার জন্য। আমার বিশ্বাস—ভবিষ্যতে তাঁর দ্বারাতেই আমার চাওয়ার পাওয়া আস্‌বে। তা' যদি না হয়, তা'হ'লে আমার কাজ আমাকেই ক'রতে হ'বে, সুতরাং আবার চলে আসবো। তবে মাসিক দেড়শত টাকা আয় না হওয়া পর্য্যন্ত যাবো না।

জাহেদা।—"তোমার কিছু না ক'রলেও আর তুমি আস্‌তে পা'রবে না।"

রোকেয়া।—খুব পা'রবো। আমায় জোর ক'রে আটকে রাখে সে লোক আজও জন্মায়নি। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন না ক'রলে আমিও মুক্ত হ'ব, তাঁদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে যাবে।

জাহেদা।—তাঁরা কিছু না করলেও, তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে না। এস্থলে কি হয় জানো?"

"আগর বখ্‌সে জেহে কিসমৎ না বখ্‌সে তো শেকায়েৎ কেয়া।"

রোকেয়া।—"না, আমার অভিধানে 'ও' কথা লেখা নাই। তাঁদের সেবা করা আমার কর্ত্তব্য বটে, তা'ছাড়া কর্ত্তব্য কিছুই নেই। অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে বলছি না; আমার ও মেয়ের কাবিন-লিখিত সর্ত্তগুলি আদায় করা ও কাবিনের বলে মেয়ে নিয়ে আসা, এইটুকু তিনি যদি না করেন, তা' হ'লে আমার কাজ আমাকেই ক'রতে হ'বে।"

জাহেদা।—"তুমি কি ক'রে ক'রবে? কাবিনের ব্যবহার অর্থাৎ নালিশ করা, তা'তে লোকবল অর্থবল দুই বলই আবশ্যক, সে তোমার কতটুকু আছে?"

রোকেয়া।—"ঐ ভুলেতেই আমরা মরে আছি। অর্দ্ধেক দেনমোহর ও মাসিক পানদান খরচ যা চাইবামাত্র এবং না চাইলেও যা দেবার অঙ্গীকার ক'রেছে, সে-অঙ্গীকার পালন ক'রতে রাজার হুকুমে তারা বাধ্য। সেটুকু আদায় ক'রতে কত অর্থের প্রয়োজন? আর লোকবল? আমার মানসিক বল, আমার মাতৃত্বই আমার লোকবল। দরকার হয় যদি তো সময়ে আমার লোকবল দেখে শুধু তুমি নও, তাঁরাও অবাক হ'বেন। আমি কুলললনা কিন্তু কূপমণ্ডুক নই। জাহেদা, আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, আমি আর্ত্তের সেবিকা, ব্যথিতের বন্ধু, দুঃখীর আপন জন, গৃহতাড়িতা মাতৃহারার জননী, আমার লোকাভাব হ'বে না। দয়াময়ের দয়ায় সে সুদিন আমার আসবে, যেদিন আমি সেবাপরায়ণ আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী, সুগঠিত চরিত্র, ত্যাগ-মহিমা-মণ্ডিত মহান-ব্রতধারী পুণ্যকন্যাগণসহ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো। নারীর প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতীকার ক'রবো: কে আমাদের পথরোধ ক'রবে? এই দুর্গন্ধ ক্লেদভরা সমাজের অধিনায়ক? সাধ্য কি তাদের! বাইরের বন্ধন দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর না হ'লে অন্তর-দেবতা বন্ধনমুক্ত হয় না। বিলাসের কলুসতরঙ্গে মানুষ ডুবে যায়, সুখের নেশায় মনুষ্যত্ব ঘুমিয়ে পড়ে, শান্তির মলয়মারুতে মানুষ নির্বীর্য্য হয়; কিন্তু ব্যথায়, অপমানে, হতাশায়ও প্রতিহিংসার প্রেরণায় মানুষ জাগে। এই গোলাম খানার—বাংলার হেরেমের অভিশপ্তা বাঁদীগুলোকে জাগাতে চাই, প্রচণ্ড নির্ম্মম কসাই-শক্তির বধু-নির্য্যাতন, পত্নী-নির্য্যাতন, নারীর প্রতি অবিচার উৎপীড়ন ও অত্যাচার আরও জোরে চলুক। অপমানের তীব্র কশাঘাত, নারীর মেদ মাংস কেটে হাড়ে পচন ধরিয়ে দিক, পোড়াঘায়ে কাঁটার

চাবুক খেয়ে তা'রা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠুক। নারী তা'র ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতি-দত্ত অধিকারের কথা ভুলে শত বন্ধনের মধ্যে জীবনের গতি চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলেছে। নারীজাতির অভিশাপ মোচন ক'রতে নারীর আত্ম-বলি, পরহিত-ব্রতে অর্থ ও শক্তি উৎসর্গ করা চাই।"

"চাই না গতানুগতিক জীবন,—ঘুমন্ত নারীত্ব। দয়াময় এ হৃদয়ে রাক্ষসী-ক্ষুধা, অনন্ত অগস্ত্য-তৃষা দিয়েছেন। আগুন হজম ক'রতে, সিন্ধুকে বিন্দুসম শুষে ফেল্‌তে, নিজেকে নখে ছিঁড়ে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা যত বেশী থাক্‌বে, আমার সঙ্কল্প তত দৃঢ় ও উৎসাহ তত অধিক হবে! তুমি কি মনে কর, আমার উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা ভগ্নিদিগকে আমি ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেবো? ব্যথিতা, অবজ্ঞাতা, অসহায়া ও নিরাশ্রয়াকে আমি কোলে নেবো না? আমার জন্যে করার কাজ বেশী নেই, আমাদের জন্যে অনেক আছে। আমার জন্যে কিছুই চাই না, চাই আমাদের জন্যে।"

জাহেদা।—"লীলাময়! হলাহলকুণ্ডে সঞ্জীবনী-সুধা উৎপন্ন করেছ! প্রভু, প্রার্থনা করি, তোমার পথের কাঁটা ফুল হ'য়ে ফুটে উঠুক, তোমার বিরাট ও মহান উদ্দেশ্য সফল হোক, আমিন।"

———

বাড়বানল *

—:o:—

শুন্‌ছি নাকি যে, দেশবন্ধু বেদ, উপনিষদ, কোর-আন, গীতা খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন "সব শিয়ালের এক রা।" চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার ক্ষমতা থাক্‌লে এমন করে'ই দেখাতে হয়? একেবারে চোখের জলে, নাকের জলে একাকার? বেদ, কোর-আন এক হ'য়ে গেলেই তো ঈশানের বিষাণ বা ইস্‌রাফিলের শিঙা বেজে উঠ্‌বে। তাহ'লে তো বড় বেগতিক দেখ্‌ছি। যা-ইচ্ছে বেজে উঠুক, কিন্তু আমার অভিলষিত দৃশ্য দেখবার আগে যদি শিঙা বেজে ওঠে, তো আমি পদমেকং নঃ গচ্ছামি।

আচ্ছা,—তিনি যে মোরিয়া হ'য়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলেন; সুতা ছেঁড়ার, দাড়ী নাড়ার ভয় করেন না বুঝি? তারা কিন্তু অল্পে ছাড়্‌বে না, সে ছেলেই নয় তারা। এতটা দিন সত্য ধামা চাপা দিয়ে গণ্ডায় এণ্ডা চালিয়ে আস্‌ছে, আর আজ হঠাৎ ডামাডোল!

মিথ্যা নিয়ে ঘর করে বলেই তাদের উপদেশ এত কঠোর, এত নীরস। যার নাম ধর্ম্ম, সে মহান্‌ মঙ্গল-বিধায়ক, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা-স্থাপক; দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের রক্ষক, বিশ্ব-কল্যাণের অফুরন্ত আকরবিশেষ। কথায় বলে রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট। আমি বলি পণ্ডিত নামের কলঙ্ক মূর্খদের পাপে, সমাজপতিদের স্বেচ্ছাচারে, মানুষের পরিবর্ত্তে দেশে পশুর দল বৃদ্ধি হ'চ্ছে, তার ফলে দেশ অধঃপাতে এগিয়ে গিয়েছে, জাতি মরণোন্মুখ।

---

* ১৯২১ সালের কংগ্রেসের পর লিখিত।

হঠাৎ যুগভেরীর শব্দে জেগে উঠে, দু-দশ জন কর্ম্মী অসুরের দীঘি খনন বা রাজকন্যার প্রমোদোদ্যান তৈরীর মত রাতারাতি দেশোদ্ধার ক'রে ফেল্‌বে, কি দুরাশা! স্বরাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন কর, কিছুদিন পোড় খেয়ে খাঁটি হও—তবে তো? স্বর্গীয় সত্য কবি মহাত্মার বাণী প্রচার ক'রে গিয়েছেন;

"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগ দেশবাসী
স্বরাজ স্থাপিতে হবে
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন
কায়েম করিব তপে।"

প্রতিবাসীকে সন্তুষ্ট করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা সন্তুষ্ট করবে দেশবাসীকে? আত্মশাসন করতে যারা শিক্ষা পায়নি, তারাই কর্‌বে দেশ-শাসন? জরাজীর্ণ আধ-মরারা বহন কর্‌বে স্বাধীনতার পতাকা? অনেক খানি বল-বীর্য্যের আবশ্যক তাতে। গায়ের জোরে, জিদের বশে পতাকা দণ্ড ধারণ কর্‌তে গেলেই পপাত ধরণীতাল।

রক্ষণশীল বৃদ্ধদের হাতে জপমালা দিয়ে তপোবনে রেখে এস। ভণ্ড মিথ্যাবাদীদের হাত থেকে ধর্ম্মগ্রন্থ কেড়ে নাও, দূর ক'রে দাও অনাচারী দিগকে সমাজ-মন্দিরের পবিত্র বেদী থেকে। মানবের হিতার্থে স্রষ্টার বাণী প্রচার কর। কোর আন, কোরআন শরীফ, কালামে মজিদ, আমার রাক্ষসী ক্ষুধার আহার কোর-আন, আমার কারবালা-প্রান্তরের প্রাণ-ঘাতী তৃষ্ণার সুশীতল পানীয় কোরআন. তোমায় আজও বুঝ্‌তে পারিনি। তোমায় বুঝ্‌তে চাই, জান্‌তে চাই, তোমায় আমি খেয়ে ফেল্‌তে চাই। আমার গুরুজন আমাকে কোরআনে দীক্ষা দেয়নি, করুণানিধি হজরত মহম্মদের (দঃ) কল্যাণময়ী বাণী লুকিয়ে রেখেছিল আমার কাছে।

ধর্ম্মদ্রোহী মাতৃদ্রোহী সমাজ বিধান দিয়েছে;—মেয়ে মানুষ শুধু রসনা

তৃপ্তিকর খাদ্য রান্না করবে, কুক্কুরীর মত বছর বছর বাচ্ছা দিবে, নত মস্তকে তাদের স্বার্থকলুষভরা বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, অন্ধভাবে তাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দেবে!

আমরা দেবী, আমরা নারী, সেই আমরাই ডাকিনী যোগিনী। সাবধান হও, মা হয়েছি ব'লে কি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়েছি? গলায় গাছ কতক সূতা না থাক্‌লে বেদবাণী উচ্চারণ কর্‌বার অধিকার পাবে না। থুতীর নীচে ছাগলের মত লম্বা লোম না থাক্‌লে কোরআন ব্যখ্যা করবার ক্ষমতা থাক্‌বে না, টোল মাদ্রাসার উল্কী ছাপ না থাক্‌লে যত বড় জ্ঞানীই হও, তোমার জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ গ্রাহ্য হবে না। এত বড় স্বার্থান্ধ যারা, এতটা সঙ্কীর্ণ যারা, এমন গণ্ডীবদ্ধ মন যাদের, তারাই গড়্‌বে মহাচেতা ত্যাগী কর্ম্মবীর।

তার পর মা, তোমাদের মায়েরা যে কতদূর নীচমনা, কত বড় বাঁদী সে খবর রাখ? এহেন নবজাগরণের দিনে যারা গা-ভরা গহনা, বাক্সভরা টাকা পেয়ে নারার কর্ত্তব্য ভুলে যায়, তাদের ছেলেরা দেশ-ভাইদের পায়ে বেড়ী, গলায় দড়ি দেবার হেতু না হয়ে আর কি হবে? তাদের মেয়েদের মধ্যে কখনও 'মা' জাগবে না।

কর্ম্মীগণ, রত্ন আহরণ কর্‌তে ছুটেছে, আহরিত রত্ন রাখ্‌বে কোথায়? যাদুকরের মন্ত্রবলে উড়ে গিয়েছে ধন'রত্ন-ভরা কোষাগার। মুক্তিপতাকা লাভের আশায় লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন অঙ্গের ভূষণ করেছ, সে পতাকা স্থাপন কর্‌বে কোন্ শীর্ষ স্থানে? উন্নত দুর্গ ভূমিসাৎ, ধূলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে! সুবর্ণ দেউল তুল্‌বে—তার স্থান কৈ? সোনার দেশ শ্মশান! ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীর লীলাক্ষেত্র, শকুনী, গৃধিনী ও শিবার বিচরণ স্থল! যেস্থানে নিঃশ্বাসরোধকারী পূতীগন্ধময় বিষবায়ু প্রবাহিত, সে স্থান কি সুবর্ণ দেউল তোলার উপযুক্ত? উড়িয়ে পুড়িয়ে ধুয়ে মুছে সব সংশোধন ক'রে

নিতে হবে। আমাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সে ঘৃণিত আবর্জ্জনাময় স্থান পরিষ্কৃত, শোধিত কর্‌তে পারবে না। যেমন সারাটি বছর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে সোনার ফসল তোমরা ঘরে আন, কিন্তু ভেনে কুটে চাল তৈরী করি আমরা। রক্তারক্তি ক'রে জঞ্জাল বাড়িও না, আমাদের কাজ আমরাই করবো। বুকে আমাদের শত বিসুবিয়াসের অগ্নি-শিখা, হৃদয়ে আমাদের সহস্র সাইক্লোনের উন্মত্ত প্রবাহ, নয়নে আমাদের অযুত মহাসাগরের অনন্ত বারিরাশি। এস ভগ্নিগণ! আমরা জমি তৈরী করি, আমাদের সোনার চাঁদ ছেলেরা মুক্তি-সৌধের ভিত্তি পত্তন কর্‌বে—অন্যায় অশুভ, ভণ্ডামী পাশবিকতার মূলে আগুন ধরিয়ে দিই—এস। জ্ব'লে উঠুক আমাদের বুকের বাড়বাগ্নি। পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক, ন্যক্কারজনক আবর্জ্জনা স্তূপ। হৃদয়নিহিত ভীষণ বাত্যায় ভস্ম রাশি উড়িয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেবো আনন্দাশ্রু-প্লাবনে অবশিষ্ট ছাই মাটী। হীরক কিরীটিনী সুবর্ণ দেউল গঠিত হয়ে উঠ্‌বে, রত্নপ্রসূ ভারতের বুক, জুড়ে আর তার উন্নত শীর্ষে উড্ডীয়মান হবে গগনচুম্বি মুক্তি-পতাকা। নূতন জীবনে বেড়ে উঠ্‌বে বীরাঙ্গনা জননী, কোলে বীরপুত্র, কর্ম্মী ভ্রাতার পাশে সাধিকা ভগিনী। পুরুষ সিংহের বামে গরিয়সী সহধর্ম্মিনী। যুগে যুগে বিরাজ কর্‌বে ভারতবাসী মুক্তিপতাকাতলে,—সুবর্ণ সৌধে জননী জন্ম ভূমির কোলে।

এই বিরাট সৌন্দর্য্যময় মহান দৃশ্য-মানস চক্ষে দেখে এ মরু-হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা মিটবে না, চর্ম্মচক্ষে দেখতে চাই। এস ভগিনীগণ; আমরা প্রার্থনা করি:—

এ বাসনা এ সাধনা যেন গো সফল হয়,
এই চাই আর নাহি কোন সাধ দয়াময়!

নারীর বন্ধন

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে,
ঘুমিও না আর ঘুমিও না!
গামলা-মুখো আমলা গুলোর
মামলা তোমার শুনিও না।

তোমরা সবল, তোমরা স্বাধীন,
তোমরা মানুষ স্থির জেনো,
নারীর ভাগে হাত দেবে যে,
তার শিরেতে বাজ হেনো!

তথাকথিত শিক্ষিতদের মতে নারীর জাগরণ নাকি বিলাতি সভ্যতার ঢেউ অর্থাৎ নারী-স্বাধীনতা বিলাতি ধর্ম্মের অঙ্গ। মহান ইসলাম ধর্ম্ম পুরুষের পক্ষে উদার এবং নারীর পক্ষে (তাদের মতে) অনুদার ব'লে, তারা কেবল নীচতার পরিচয় দেয় না, উপরন্তু ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, হজরৎ রসুলে করিমকে (দঃ) নিজেদের সামিল প্রমাণ করবার ঘৃণ্য প্রয়াস পায়!

হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ যেমন স্বরাজ লাভের অন্তরায়, তেমনি কেবল এই খানটায় হিন্দু-মুসলমান মিলনও জাতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। হিন্দুর মনু, রঘু ও স্মার্ত্তের বিধান মুসলমান, নারীর প্রতি প্রয়োগ ক'রতে কুণ্ঠা বোধ করেনি, এস্থলে উভয়ের স্বার্থ এক-মুখী। হিন্দুর অবরোধ, হিন্দুর-দেওয়া নারীর আখ্যা "নরকের দ্বার",

হিন্দুর পণপ্রথা, গৌরীদান, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অনধিকার, শ্বশুরের নিকট হইতে দেহবিক্রয়ের মূল্য অনাদায়ে ভার্য্যা-পরিত্যাগ ইত্যাদি কুদৃষ্টান্ত মুসলমান হিন্দুর কাছ থেকে মাথা পেতে গ্রহণ ক'রেছে, বিরোধ কেবল হিন্দুর সদগুণরাজির সঙ্গে। উন্নতির পথে মুসলমান হিন্দুর বহু পশ্চাতে, অগ্রগামী কেবল নারীকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করবার সময়। এই খানটায় কর্ত্তাদের পীরিত এত জমাট যে, নারীর সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'লে এই দুটি জাতকেই লক্ষ্য ক'রতে হয়।

সমাজের অন্যায় অধর্ম্মমূলক প্রভুত্বে নারী অন্তরে-বাহিরে বন্দিনী, নারীর শয়ন কক্ষে আলো বাতাসের ও মনোকক্ষে জ্ঞানালোকের প্রবেশ নিষেধ। চণ্ডনৈতিক শাসনে যার অন্তর-দেবতা সুপ্ত, নিজের শোচনীয় অবস্থা অনুভব করবার শক্তি যার নেই, তার সঙ্গে কোন্ জাতীয় জীবের তুলনা করা যেতে পারে!

আজ কাল প্রায় প্রশ্ন শুনা যায়, "নারীর বন্ধন কোথায়, মুক্তি কিসে?" নারীর অন্তরের বন্ধন পুরুষদের মনগড়া ধর্ম্মের এবং বাইরের বন্ধন সমাজের ক্লেদ-কলুষভরা স্বার্থের। মুক্তি—সুশিক্ষায়, জ্ঞানালোচনায় ও বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে। পুরুষ-সমাজ নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন ক'রে নারীর স্বাধীন সত্বা, নারীর ব্যক্তিত্ব যেমন অস্বীকার ক'রেছে, স্রেফ তিনটী কাজও তেমনি নারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। যথা,—পতিসেবা, সন্তানপ্রসব ও সূপকার-বৃত্তি। তা পতি সুস্থ সবল বা অন্ধ আতুর হোক, সন্তান স্বাস্থ্যবান বা চিররুগ্ন এবং তার স্বাস্থ্য সূপকারিনীর যোগ্য বা অযোগ্য হোক, এই তিনটী কাজ তার করা চাইই; না ক'রলে তার ঠাঁই কোথাও নেই। প্রথমটী তার স্বর্গ-সোপান-প্রস্তুতের সহায়ক, দ্বিতীয়টি তার নারী-জীবনের সার্থকতা এবং তৃতীয়টি তার লক্ষ্মীত্বের ডিগ্রী।

বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে বন্দিনী, চণ্ডনীতির চাপে নিষ্পেষিতা নারীর অন্তর-দেবতা সুপ্ত, সুতরাং মতামত ব্যক্ত করবার বা মস্তকোত্তোলন করবার শক্তি তার নেই। অনেকে বলবেন—নারীর ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে তার অন্তর-দেবতার জাগরণ অসম্ভব। স্বীকার করি, কিন্তু একটা সম্মিলিত শক্তির চাপে যে শক্তি সুপ্ত, সে শক্তিকে জাগিয়ে শক্তি-বিরোধীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মত বিপুল প্রাণশক্তি সকলের থাকে না। মিথ্যুকদের তূণে বিধিদত্ত শক্তিকে পরাজিত করবার শরের অভাব নেই।

তাদের শত সহস্র শরের দুই একটার নামোল্লেখ করবার ইচ্ছা সম্বরণ ক'রতে পারলাম না। "স্রষ্টা নারী জাতিকে দাসীত্ব করবার জন্য সৃজন ক'রেছেন, তারা আজীবন দাসীই থাকবে; হজরত মেয়ারাজ শরীফে গিয়ে দোজখে (নরকে) নারীই অধিক সংখ্যক দেখেছিলেন, সুতরাং সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে নারীর ন্যায় পাপী জীব জগতে আর নেই। নরকে নারীর সংখ্যা-বাহুল্য হেতুই হিন্দুর শঙ্করাচার্য্য নারীর আখ্যা দিয়েছেন "নরকের দ্বার"। এহেন ঘৃণ্য অপকৃষ্ট জাতির দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না!"

অগত্যা নারীরাও ঐ অলীক মিথ্যা মেনে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত তিনটী কাজ করবার আদেশ পাওয়াকেই চরম পাওয়া ভেবে সেই তিনটি কাজেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নারীর তেজোময়, কল্যাণময় সদিচ্ছা সমূলে বিনষ্ট হ'য়ে যায়। ইহার পরেও যে দুই চার জনের প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ, অনুকূল যুগবায়ু ও অপরিসীম মানসিক বল।

নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা, নিয়ত নিন্দা ও অযোগ্যতা-প্রদর্শন মানুষকে নিম্নগামী করে। মানব-সমাজের স্পর্শ ও মানুষের শ্রদ্ধা যে পায়না,

সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নাম্‌তে থাকে, প্রাণশক্তি সে পাবে কোথায়? অনেকের মতে "নারীর মুক্তি প্রেমে" হ'তে পারে, কিন্তু স্থলবিশেষে। সব ক্ষেত্র যেমন উর্ব্বর হয় না, অধিকাংশ স্থলে প্রেমও তেমনি অবজ্ঞেয়। নারী যুগে-যুগে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আত্মবলি দিয়ে আসছে, কতটুকু মুক্তি পেয়েছে নারী? প্রেমের পথে না এলেও নারীর মুক্তি কিন্তু আগত। বাইরের বন্ধন দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হ'লে অন্তরের বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়, নির্ম্মম কশাঘাতে মরিয়া হ'য়ে বন্দী শৃঙ্খল ভাঙে। তা এসব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া হ'য়ে গেছে আমাদের।

নারীর জাগরণ, চাঞ্চল্য ও উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়া দেখে, রক্ষণশীল সমাজ মরিয়া হ'য়ে কশাইবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে। সহযোগিনীরূপে নারীকে পার্শ্বে স্থান না দিলে মরণোন্মুখ জাতিকে, বাঁচান অসম্ভব, এটা যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরা আখ্যা পেয়েছেন, "অনাচারী উচ্ছৃঙ্খল"; সুতরাং তাঁরা নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর তুলে দিয়েছেন।

এই তো ঘরে-বাইরের অবস্থা, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? যতক্ষণ না বিদ্রোহী হ'য়ে অত্যাচারীর ভুল বুঝিয়ে দেওয়া যায়, ততক্ষণ সে তার দুষ্কর্ম্মের মাত্রা অনুভব ক'রতে পারে না; অগত্যা আমরা মুক্তির অগ্রদূত বিদ্রোহ দেবতাকে বরণ ক'রে নেবো। বন্ধনের কালশিরা, কশাঘাতের কাঁচা ঘা কেউ দেখবে না, নাম রাখবে বিদ্রোহিনী। তা ব'ললেই বা, কোন্ কাজ কবে সর্ব্ববাদীসম্মত হ'য়েছিল যে, আজ হবে? শান্তির পূর্ব্ব সূচনা বিপ্লব, নূতন গ'ড়তে হ'লে পুরাতন ভাঙতেই হয়। জল প্লাবন, সাইক্লোন-মারী বিদূরিত এবং স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত ক'রে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে।

বিদ্রোহ মানে কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা কারুকে বয়কট করা

নয়। আমাদের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অধিকার বলপূর্ব্বক কেড়ে নিয়ে স্বার্থান্ধদের পরকালের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দেওয়া। নতুবা "হক" (অধিকার) বঞ্চিত করা হেতু"—"কবিরা গোণাহ" এর (মহাপাতকের) গুরুভার মস্তকে নিয়ে আমাদের পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্ররা অন্ধকার পুলসেরাৎ (বৈতরণী) পার হবে কি ক'রে? মিথ্যুক-প্রচারিত অলীক নিন্দাগীতি নারী যদি নিজমুখে গান ক'রতে পারে, তো যুগভেরী আহ্বানে কেন সাড়া দেবে না?

নারীর পঙ্গুতায় জাতি পঙ্গু, নারীর অধীনতায় দেশ অধীন, নারীর সম্মানজ্ঞানহীনতায় জাতির আত্মা গোলাম। স্বাধিকারে বঞ্চিত থেকে আর কতকাল নারী দেশের ও জাতির ক্ষতি ক'রবে? নারীর চরম অবনতি যে জাতির অধঃপতনের কারণ, ব্যষ্টিভাবে কেহ উহা স্বীকার না ক'রলেও সমষ্টিরূপে স্বীকার ক'রেছে। একদল লোক (নারী পুরুষ দুই আছে) নারীর মানসিক ক্ষুধাকে, নারীত্ব-বর্জ্জন-ইচ্ছা ভাবে। তারা প্রলাপ বলে যে, "নারী সন্তান-ধারণে অসম্মত।" মস্তিষ্ক-বিকৃতি না ঘটলে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ সম্ভবে না। স্বভাবের ধর্ম্ম কেউ কখনও ত্যাগ ক'রতে পারে? পুরুষকার জাগ্রত হ'লে দুর্ব্বল মনোবৃত্তি দূরে যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতি ত যাবার নয়। নরনারীর মনের ভেদটুকুর ভার স্রষ্টা নিজের হাতেই রেখেছেন, তজ্জন্য কারুর চিন্তার কারণ নেই।

অনেকে শিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ-বিতৃষ্ণার উল্লেখ ক'রে থাকেন। শিক্ষিত সমাজের বিদুষী মেয়েদের পরিণয়ে অরুচি বড় একটা দেখা যায় না। বিবাহে ঘৃণা যদি থাকে তো সম্ভবতঃ হিন্দু-মোসলেম নারীদের আছে। কারণ এই দুটো সমাজে আবর্জ্জনা-নিক্ষেপের মত কন্যা-বিদায় করা হয়, সুতরাং শতকরা নব্বইটা মেয়েকে বিবাহরূপ যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। এই দুটো সমাজের স্ত্রী-নির্য্যাতক স্বামী ও হৃদয়হীনা

শাশুড়ী-ননদের সংখ্যা অত্যধিক। এই জাত দুটো যেমন অবরোধের মধ্যে নিশঃঙ্ক চিত্তে নারী-হত্যা করে, তেমন কোন জাত করে না। এরা বিবাহকে নারীর চরম লক্ষ্য ক'রে, দেহবিক্রয়কারীর, নারীর অকাল মৃত্যুর ও অবহেলিতার সংখ্যা যারপর নাই বাড়িয়ে তুলেছে। এ পোড়া দেশে সব কিছুরই অভাব, অভাব নেই কেবল সমাজের যূপকাষ্টে বলি দিবার জীবের। অগত্যা নারীরাও দেখাতে চায় যে, সংসার ধর্ম্মই জীবনের সারধর্ম্ম নয়। একে নারীত্ব বর্জ্জন বলা চলে না।

কিছুদিন আগে জনৈক মহাপুরুষ মানস চক্ষে নারীকে চলন্ত ট্রাম হ'তে ব্যাগ হস্তে লাফিয়ে প'ড়তে দেখে নাকি মূর্চ্ছার কাছাকাছি এসে প'ড়েছিলেন। দিনের দিন পুরুষদের ভীরুতা ও দুর্ব্বৃত্ততা যা বেড়ে চ'লেছে, তাতে ব্যাগপাণি নয়, নারীকে শস্ত্রপাণি হ'তেই হবে; ট্রাম হ'তে নয় ট্রেণ হ'তে লম্ফ দিতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার নারীর জন্য রুদ্ধ ক'রে দিয়ে যারা নারীকে জ্ঞানহীনা বলে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রেই জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বার নারীর জন্য চিরঅবারিত ক'রতে হবে। আগে মানুষ, পরে জননী, ভগিনী, দারা, সুতা। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হ'লে, ঈশ্বরদত্ত সব কিছু অধিকার নারীকে পেতেই হবে। তা সে বিদ্রোহ ক'রে বা আত্ম-বলিদানে যে প্রকারেই হোক।

মাতার কর্ত্তব্য

উকিল রমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকার পার্শ্বে ছোট একখানি দোতলা বাটীতে, সবডেপুটি ওসমান গণির বাসা। ডেপুটির পুত্র সন্তান নেই—দুটি কন্যা। চার পাঁচটি আত্মীয়-সন্তান, ডেপুটির দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়ে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করে। রাঁধুনী, চাকরানী ইত্যাদি লইয়া সংসারটি দুইশত টাকা বেতনভোগী সবডেপুটির তুলনায় বড়।

ডেপুটি গৃহিনী শেহিদা বিদুষী, সুগৃহিনী ও সুমাতা। মিতব্যয়ী শেহিদা একটি তাম্র মুদ্রা বাজে খরচ করে না, কর্ত্তব্যপরায়ণা শেহিদার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা। বিলাস-বর্জ্জিতা শেহিদার সাদাসিদা গৃহ-সজ্জার পারিপাট্য ও সাংসারিক সুশৃঙ্খলা প্রাতিবাসিনীদের হিংসার কারণ। দুঃখী ব্যথিতের বন্ধু, অনাথের জননী, কর্ম্মীর উৎসাহদাত্রী, দেশপ্রেমিকা শেহিদা স্বামীর বন্ধুমহলে, "স্বামীর অবাধ্য, মুখরা, হিংসুক ও একগুঁয়ে" নামে খ্যাত ছিল।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকা। স্কুল-কলেজ-প্রত্যাগত ছেলেদের জলযোগ করিয়ে, শেহিদা কন্যাদের পাঠগৃহে প্রবেশ করল। জ্যেষ্ঠা কন্যা, রাবেয়া বলল, "মা! রাজু আজও অঙ্ক ক'ষতে ভুল ক'রেছে। নয় বছর বয়সে আমি কখনও অঙ্ক ক'ষতে ভুল করিনি, না মা?"

জ্যেষ্ঠা কন্যা রাবেয়া একাদশ ও কনিষ্ঠা কন্যা রেজিয়ার বয়স নয় বৎসর।

শেহিদা। রেবা, তুমি আত্ম-প্রশংসা ক'রেছো! নয় বছর বয়সে তুমি রাজুর মত বিশুদ্ধ উর্দ্দু ব'লতে ও লিখতে পারতে না, সে-কথা ভেবে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

রাবে। প্রশংসা করিনি মা, রাজুকে জিজ্ঞাসা কর, সে জন্য আমি এখনও দুঃখ ও রাজুর প্রশংসা করি।

শেহিদা। সেই ভাল, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ না ক'রে নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন ক'রলেই ভাল মেয়ে হ'তে পারবে।

এমন সময় উকিল-গৃহিনী সুরমা বাতায়নপার্শ্ব হ'তে বলল, "কি গো লীলাবতী! মেয়েদের কি উপদেশ দেওয়া হ'চ্চে?" সুরমার শয়ন কক্ষ ও শেহিদার বসবার ঘরের ব্যবধান তিন হাত চওড়া একটি গলি। মেয়েদের পড়তে বলে শেহিদা বসবার ঘরে চলে গেল।

সুরমা। মেয়েদের উপর দিনরাত পুলিসের মত নজর রাখিস কেন বল্‌তো? কেমন ঘরে প'ড়বে ভগবান জানেন, এখন একটু খেলাধূলা না ক'রলে বাঁচবে কি ক'রে? ঘর-সংসারের কাজ শেখানো চুলোয় গেল, দিনরাত কেবল লেখা আর পড়া, সেলাই আর বোনা!

শেহিদা। একদিন মেয়ে ও বোন্‌ঝীদের পরীক্ষা নাও দিদি, কিন্তু মেয়ে হারলে মা ও পঞ্চাশ টাকা বাজি হারবে।

সুরমা। পাঁচ টাকা হ'লে রাজি আছি ভাই, তুমি যা মেয়ে ভয় হয়।

শেহিদা। (হাসিয়া) হার স্বীকার করা আর কাকে বলে? খেলা ধূলা করবার অবসর ওরা যথেষ্ট পেয়ে থাকে, তবে ওদের সব কাজ নিয়মানুযায়ী ক'রতে হয়।

সুরমা। সে আবার কি রকম?

শেহিদা। ওরা শয্যাত্যাগ করে ভোর পাঁচটায়। প্রাতঃকৃত্যাদি,

নামাজ ও জলযোগ সারতে হয় এক ঘণ্টায়, ছাদে বায়ু-সেবন বা ড্রিল করে এক ঘণ্টা। সাতটা হ'তে মিষ্ট্রেসের নিকট ইংরাজী, বাঙলা পড়া, অঙ্ক ও সেলাই তিন ঘণ্টা। দশটার পর স্নানাহার ও বিশ্রাম। দুই টার পর আবার দুই ঘণ্টা প্রাতের পড়া ও সেলাই তৈরী ক'রতে হয়। চারটার পর দুই ঘণ্টা খেলাধূলা বা গান বাজনায় ওদের ইচ্ছামত অতি-বাহিত করে। সন্ধ্যায় মৌলবীর নিকট উর্দ্দু ও কোর-আন-পাঠ দুই ঘণ্টা। শুক্রবারে প্রধান স্নান, সেদিন ঘর পরিষ্কার এবং রবিবারে রান্না করে।

সুরমা। ধন্তি মেয়ে, দেবী-চৌধুরাণী গড়ছিস না কি! বাবু বলেন তো মিছে নয়।

শৈহিদা। কি বলেন?

সুরমা। বলেন, ডেপুটি-গিন্নীর সব কাজই সৃষ্টিছাড়া। পিঁপড়ের গলা টিপে গুড় বার করে আর হাতির খোরাক জোগায়। স্বামীর বেতন দুশো টাকা, মেয়েদের একজোড়া মাষ্টারের মাহিনা চল্লিশ। মেয়ে পার করবার সংস্থান নেই, ভেবেছে ওঁর শিক্ষিতা মেয়ে বিনা পয়সায় পার হবে। আমাকে বলে ত্রিশ টাকা বেতন দিয়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষয়িত্রী রাখতে। ত্রিশটা টাকা থাকলে অনেক কাজ হবে, মেয়ে কি চাকরী ক'রতে যাবে যে, টাকা খরচ ক'রে পড়ান চাইই।

শৈহিদা। মুখুজ্জে মশাইএর মত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তব্যচ্যুত না হ'লে নারীর দুর্গতি ও জাতির অধঃপতন হ'তো না। তিনি জ্ঞানের সঙ্গে গোলামীর যোগ ক'রলেন কি ক'রে! শিক্ষা, মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, ভাব সমূহের বিকাশের জন্য; কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিতদের মতে গোলামীটাই শিক্ষার মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মনুষ্যত্ব থাক বা না থাক, চরিত্র চুলোয় যাক, তারা শুধু টাকাটাই চেনে।

অর্থোপার্জ্জনই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে যাদের অর্থ আছে, তাদের উচিত পায়ের উপর পা দিয়ে সেগুলী হজম করা। পুরুষেরা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহ'লে মেয়েদের শিক্ষার দরকার নেই ব'লতে আমিও রাজি আছি। কিন্তু এই অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার যুগে শিক্ষা ও অর্থ করী বিদ্যার্জ্জন নারীর অত্যাবশ্যকীয়।

চারটি ছেলের শিক্ষায় ব্যয় যার মাসিক তিন শত টাকা, গাড়ী ঘোড়ার খরচ ও চাকর চাকরানীদের বেতন যার মাসিক চারশত টাকা, সামান্য ত্রিশটি টাকা ব্যয়ে কন্যাদের শিক্ষা দিতে সে অসম্মত! পিতা যদি এত স্বার্থপর হয়, তহ'লে নারীর মানুষ হবার আর পথ কোথায়!

সুরমা। পিতা স্বার্থপর হ'লো কি ক'রে? ধনী পিতা কৃপণতা বশতঃ যদি অপাত্রে কন্যাদান করে, তাহ'লে স্বার্থপর বলা যেতে পারে। মেয়ে যত বড় লীলাবতীই হোক, টাকা না দিলে কেউ নেবে না। মনের উৎকর্ষ সাধন ও ভাবের বিকাশ মানে মেয়ে গুলোকে তার্কিক ও বেহায়া এবং গুরুজনদের অবাধ্য হ'তে শিখানো। লেখাপড়া-জানা মেয়ে কখনও ভাল হয়? তার চেয়ে খরচ পত্র ক'রে কৃতবিদ্য পাত্রে মেয়ে বিয়ে দেওয়াই উচিত, মা-বাপ তাই ক'রতেই বাধ্য।

শেহিদা। মস্ত বড় ভুল দিদি; মা-বাপ মেয়েকে মানুষ ক'রে দিতেই বাধ্য। টাকা দিয়ে মেয়ে বিক্রি না ক'রে, সেই টাকায় শিক্ষা ও অবস্থায় কুলাইলে মেয়ের সংস্থান ক'রে দেওয়াই মা বাপের কর্ত্তব্য। যদি সে স্বামীর ভালবাসা না পায়, যদি তার স্বামী মারা যায়, যদি সেখানে তার স্থান না হয়, তা'হলে এক মুঠো ভাতের জন্য, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার স্থানাভাবে তাকে যেন কারুর অনুগ্রহ ভিক্ষা কর'তে না হয়। জীবিকার জন্য সে যেন তার সত্যকে, তার আত্মাকে অপমান ক'রে না বসে;

সুরমা। দরিদ্র পিতা কি কর'বে?

শেফিদা। উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগীতায় দরিদ্র সন্তানরা জয়লাভ ক'রে কি ক'রে? শ্বশুরের টাকায় কয়জন শিক্ষা পায়। যত ওজর আপত্তি মেয়েদের বেলায়। ধনী দাতাগণ দরিদ্র বিদ্যার্থীগণকে অর্থ, অন্ন ও স্থান দানে লোকশিক্ষারূপ জাতীয় যন্ত্রটির অর্দ্ধেকটুকু কার্য্যক্ষম করেন, ধনী গৃহিনীরা দরিদ্রা বিদ্যার্থিনীগণকে তদ্রূপ সাহায্য দানে উক্ত যন্ত্রটি সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ক'রে তুলুন, সমগ্র জাতি উপকৃত হবে।

সুরমা। ছেলেরা স্বয়ংই সব জোগাড় ক'রে নেয়, মেয়েদের সে সুবিধা হবে? সাহায্য চাইছেই বা কে আর কে-ই বা সাহায্য কর'ছে?

শেফিদা। আমার অভিধানে কে বা কারুর নাম নেই। এ অভি-ধানের প্রথমে আমি, দ্বিতীয়ে তুমি এবং তৃতীয়ে আমরা। কারুর উপমা দেওয়া মানে কিছু না করবার ইচ্ছা। আমার স্বামী চারজন আত্মীয় সন্তানের শিক্ষার ভার নিয়েছেন, আমিও দুটি আত্মীয় বা প্রতিবাসী কন্যার শিক্ষার ভার নেবো। তোমার স্বামী দুটি মাতুল পুত্রকে এম, এ, পাশ করিয়ে দিয়েছেন, তোমার পুত্রহীনা বিধবা পিসীমার দুটি কন্যাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে দাও।

সুরমা। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, পুরুষেরা যা করে, আমরা তা পারবো?

শেফিদা। কেন পারবো না? তারা কর্ত্তা আমরা কর্ত্রী নই? অর্দ্ধাঙ্গিনী কথাগুলো এতকাল ওদের সুবিধামত ব্যবহার হ'তো, এখন সেই ভুয়ো কথা কার্য্যে পরিণত করবার সময় এসেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ-টুকু ষোল আনা বজায় রাখতে গিয়ে, ওরা জাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত এবং নিজেদের স্বার্থের পসরা কলুষের ভারে ভারি ক'রে তুলেছে! এখন আমরা প্রকৃত সহযোগিনী হ'য়ে জাতির মুমূর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চার, দেশমাতৃকার রাতুল চরণ শৃঙ্খলমুক্ত ও পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্বজনগণকে পাপমুক্ত করবো?

সুরমা। তা'হলে মেয়েদের পণ্ডিতা ক'রে দিলেই সব হবে? বিয়ে আর দিতে হবে না?

শেহিদা। কেন দিতে হবে না? তবে মানুষ করতে হবে আগে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যাদের সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে দেবেন; কিম্বা পরিণত বয়সে, পরিণত মনে তারাই সেটা ক'রে নেবে। জোর ক'রে কারুর সঙ্গে তাদের জীবন-মরণ গেঁথে দিয়ো না।

সুরমা। জীবনে সহচর-সহচরী খুঁজে নেবার জন্য তা'হলে অবরোধ প্রথা তুলে দিতে হবে?

শেহিদা। কেবল সেই জন্য নয়, অবরোধের ভিতর নারী-হত্যার অবসান ও মাতৃজাতির জ্ঞানাহরণের জন্যই এটা অত্যাবশ্যকীয়। পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত ও অসীম জ্ঞান-মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ ক'রে মাতৃ-জাতিকে অবরোধে বন্দিনী রাখা জাতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। তুর্কীরা এটা উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছে, তাই আজ কামাল পাশার অপ-রাজেয় শক্তির পশ্চাতে খালেদা খানমের রাষ্ট্রনীতির প্রভাব সমাজের দুর্ভেদ্য প্রাকার, হেরেমের পাষাণ-প্রাচীর ডিঙিয়ে জগৎকে চমৎকৃত ক'রে দি'য়েছে।

লতিফা খাননের পিতা, আমাদের পিতার ন্যায় কর্ত্তব্যবিমুখ হ'লে পুরুষ-সিংহ কামাল মহিয়সী বীরাঙ্গনা সহধর্ম্মিনী লাভে সমর্থ হ'তেন না, তুরস্কের রাণীর সিংহাসন শূন্য থেকে যেতো।

সুরমা। শাস্ত্রকারগণ কিন্তু গৌরীদান মহাপুণ্য ব'লে গেছেন।

শেহিদা। গত জন্মের সতী যখন এ জন্মে গৌরীদেহে "হা শিব হা শিব" ক'রবে, তখন তোমরা গৌরীদান ক'রে পুণ্যের বোঝা বেঁধো। তার আগে দময়ন্তী সাবিত্রীই গ'ড়ে তোল—যাঁদের মহিমা কীর্ত্তন ক'রেও

শাস্ত্রকারেরা ধন্য হ'য়ে গেছেন। শাস্ত্র মানে যুগোপযোগী আইন। উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বল মানুষগুলোকে নিয়মের অধীন করার জন্যই সমাজের সৃষ্টি।

শত শতাব্দীর পূর্ব্বের সমস্ত আইনই যে এ যুগেও মানুষের হিতকর হবে, তার কোনও মানে নেই। সমাজে বর্ব্বরতার প্রাধান্য হ'লেই আবার তাকে ভেঙে গ'ড়তে হবে। শাস্ত্র তো আরও অনেক আদেশ ক'রেছে, সে-সব পালন করা দূরে থাক, তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞানীরা ভ্রমেও উচ্চারণ করে না সে-সব। কন্যা পালন করা সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ কি জান?

"কন্যাপেবং পালনীয়া,
শিক্ষানীয়া তি যত্নতঃ"

আবার ঐ বিষয়ে ইসলামের আদেশ—

"তালেবল্ ইল্‌মে করিদাতোল্ আলাকুল্লো
মোস্‌লেমীনা ওয়া মোস্‌লেমাৎ"

অর্থাৎ মোসলেম নারী-পুরুষকে সমভাবে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

যাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও অতি যত্নে পালন করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তাদিগকে কুক্কুর বিড়ালের ন্যায় পালন ক'রে আবর্জ্জনা-নিক্ষেপের মত দূর ক'রে দিচ্ছে আর মা হয়ে তোমরা সেই ব্যবস্থার সমর্থন ক'রছো!

সুরমা। সমর্থন না ক'রে কি করি বল? নারী হ'য়ে তো পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে পারি না।

শোহদা। প্রতিযোগীতা কিসের, বাঙলার মসনদ দখল করবার? নারীত্ব মাতৃত্ব বিকশিত করবার, স্বত্ব-স্বাধিকার বুঝে নেবার আহ্বান আসছে, পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য নয়।

সুরমা। নারী চিরকাল নারীই ছিল, এত দিন আহ্বান আসে নি তো?

শেহিদা। নারী চিরকাল নারী ছিল, আছে ও থাকবে। পুরুষদের ভাষায় নারী, "রমণী, কামিনী, বামা, অবলা" ইত্যাদি ঘৃণিত আখ্যায় আখ্যাতা হ'য়ে নিজের কাছেই ঘৃণ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আজ যাদের দেওয়া জুতার মালা তাদিগকেই ফিরিয়ে দিয়ে নারী ধর্ম্মতঃ অধিকার দাবী ক'রছে।

আহ্বান ক'রেছে মানুষের আত্মা। কেবল নারীর নয়, মানব-মানবী দু'য়েরই মনুষ্যত্ব জাগাবার আহ্বান এসেছে। এ-আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকবার জো নেই। মানুষের জীবনে এমন একটা দিন আসে, যখন সে গতানুগতিক হ'য়ে থাকতে পারে না, তখন তার প্রাণ স্বতঃই আলো বাতাসের ও বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আসতে চায়, শত যুগের বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি পেতে চায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই হিন্দু মুসলমানের "মনুষ্যসি অনু সমান মানবত্বের বিপুল বিশ্বে" মিশে যায়। আর মানুষ পেতে চায় মুক্তি। মুক্তির জন্য পাগল হওয়াই অন্তর-দেবতার আহ্বান বা আত্মার জাগরণ এবং আত্মা জাগরিত হ'লেই মানুষ অধিকার পেতে চায়। এই চাওয়াটাই সত্যিকার চাওয়া।

সুরমা। চাইলেই কি নারী কিছু পায়? কেন মিছে অশান্তি বাড়ানো, বাঙালীর মেয়ে জেগে ক'রবেই বা কি?

শেহিদা। উঠে দাঁড়ালে যদি প'ড়ে যাও, সেই ভয়ে কি উঠতে চেষ্টাও ক'রবে না? জাগরণী-সুধার আস্বাদ পেলে অসঙ্কোচে একথা ব'লতে পারতে না। এই মদিরায় বিভোর হ'য়েই দেশ-মাতৃকার লক্ষ লক্ষ সন্তান স্বেচ্ছায় কারাবরণ ক'রছে, শত শত সুবর্ণ দেউটি অকালে নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের চেয়েও কি মূল্যবান এই পরানুগ্রহে-প্রতিপালিতা

বাঁদীগুলোর জীবন যে, লাঞ্ছিত জীবনের গোণা দিন কটা শান্তিতে কাটা-বার জন্য অন্যায়ের সমর্থন ক'রবে ? শান্তি কোথায় ? বাড়বাগ্নির লেলিহান শিখা ভারতের গগন স্পর্শ ক'রেছে, শান্তি-তপোবন তুল্য বাঙালীর অন্তঃপুরে নির্য্যাতিতা অবহেলিতা মূর্ত্তিমতী দুঃখবেদনা তোমাদের কন্যা ভগ্নীগণ, জীবনের ব্যর্থতা-লেখা অশান্তিধ্বজা উড়িয়ে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে হৃদয়বিদারী দৃশ্য দেখেও তোমাদের নারীহৃদয় বিষমোড়া দিয়ে জেগে ওঠে না !!!

সুরমা। ব্যথা পাওয়া ছাড়া উপায় নেই। জাগবে কিসের জোরে ? যাদের কাছে নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকার নেই, আত্মার সম্মান নেই, জাগবার উপক্রমেই তারা নারীর নিগড়াবদ্ধ হাত পা ভেঙে, বুকে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার বেশী আনা ; সেই জন্যই ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণ সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম ব'লেছেন। নারীকে শিশুকালে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন ক'রে সহ্য করাই প্রমাণ ক'রেছেন।

শেহিদা। কি ব'ললে ? অবজ্ঞা নির্য্যাতন সহ্য করাই নারীত্ব ? হৃদয়-শোণিতে ধুয়ে ফেল ঐ ঘৃণিত নারীত্বের গ্লানি ! জানি আমি সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম, কিন্তু তুমি যে ভাবে সহ্য করার কথা বলছো, তার নাম জান ? "অক্ষমের অবলম্বন।" তুমি না হিন্দুনারী, করালী কালী না তোমার ইষ্টদেবী ? জাননা তুমি যে, নারী একাধারে চিরক্ষমাশীলা করুণাময়ী জননী ও রণচণ্ডী রুদ্রাণী। লক্ষ যুগের আশীর্ব্বাদের পশরাধারিনী সে নারী নিখিল বিশ্ব পালন ক'রছে, অন্যায় উৎপীড়নের তীব্র কশাঘাতে সেই নারী কাল ভুজঙ্গিনীরূপে অত্যাচারীর মস্তকে দংশন ক'রতে পারে, রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অবমাননাকারীর হৃদয়রক্ত পান ক'রতে পারে !

কারুর কাছে তোমার ব্যক্তিত্বের স্বীকার, মনুষ্যত্বের সম্মান নেই বা

রইলো, তোমার কাছে আছে তো? আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জে উঠ্‌বে, পদদলিতা হ'লে ফণিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়াবে, কার সাধ্য তোমাকে অপমান করে?

সুরমা। অপমান, অবজ্ঞা তোমার মনে বাসা বেঁধেছে। ওদের কাছে ন্যায়তঃ ব্যবহার আমরা প্রায় পাই না বটে, কিন্তু অপমান অবজ্ঞা কি এমন করে যে, তুমি সংহারিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছো? পুরুষদের মধ্যে কি কর্ত্তব্যপরায়ণ সজ্জন লোক নেই?

শেফিদা। পুরুষদের মধ্যে এমন সজ্জন অনেক আছেন, যাঁদের নাম শুন্‌লে শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক নেই ব'ললে অত্যুক্তি করা হয় না। ওদের ব্যষ্টির কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রমাণ প্রতি ঘরেই পাচ্ছ, সমষ্টির গুণও তথৈবচঃ। এই যে, শত শত জননায়ক র'য়েছেন, কি ক'রেছেন তাঁরা মাতৃজাতির হিতার্থে? দেশোদ্ধার করবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছেন, কিন্তু মা-বোনদের জন্য কটা বিদ্যামন্দির, বিধবাশ্রম বা শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন? কবির ভাষায় বলি,—

আপনার জননীরে যে জন পারে ভুলিতে
বিশ্ব-জননীর স্নেহ কখনও সে পারেনা লভিতে।

এই পাপেই স্বরাজ-লাভ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! অপমান অবজ্ঞা এমন কিছু করেনা, তবে কত চরিত্রহীন, অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে সাধ্বী পত্নীর মৃত্যুর কারণ হয়, কত লম্পট পাপিনী-সংসর্গে মিশে সহধর্ম্মিণী ত্যাগ ক'রে যায়, কত কামুক নূতনের মোহে সন্তানের মাতাকে অবহেলা করে, কত হৃদয়হীন রক্ষিতার সেবায় সতীকে নিযুক্ত করে, ফলে তাদের জীবন দুর্ব্বহ বিষময় হ'য়ে ওঠে! দাসত্বের নিদর্শন গহনায় এবং কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের প্রেমস্বরূপ স্নেহাভিনয়ে আমরা এমনি আচ্ছন্ন হ'য়ে আছি

যে, তাদের অবজ্ঞার ভার অবহেলে পদদলিত করবার, অনুগ্রহের দান ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি কন্যাদের দিয়ে মাতার কর্ত্তব্য পালন করি না। কুক্কুরীর মত বাচ্ছাই দিয়ে যাই, কিন্তু মা হওয়ার দায়িত্ব জ্ঞান নেই; সুতরাং লাঞ্ছনা অপমান আমাদের অঙ্গের ভূষণ।

সুরমা। তুমি কেবল মন্দের দিকটাই দেখ। আরে ওরা গৃহলক্ষ্মী-রূপে বরণ ক'রে না নিলে কে আমাদিগকে চিন্‌তো?

শেহিদা। আর আমাদের রক্তে ওদের দেহ গঠিত না হ'লে, আমাদের বক্ষ-সুধায় জীবন ধারণ না ক'রলে ওদের অস্তিত্ব কোথায় থাকতো? সহযোগিনী গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ ক'রে নেবার যোগ্য পুরুষ ও উক্তরূপে বরণীয়া হবার যোগ্যা নারী আমাদের সমাজে যারপরনাই কম; কারণ সুমাতার এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার অভাব। তবে সুপকারিনী, চাকরানী, অধিকাংশ স্থলে বিলাস-সঙ্গিনী (দিন কতকের জন্য) এবং কতক স্থলে বাচ্ছা দেবার যন্ত্রস্বরূপ নিয়ে থাকে। আমার মন্তব্যের সত্যতা, তোমার শিক্ষিত সজ্জন পুরুষদের বাক্যে ও কার্য্যে সপ্রমাণ হ'চ্ছে। এই যে, পণপ্রথার মহিমায় দেশজোড়া হাহাকার উঠেছে, এর জন্য দায়ী কন্যার পিতারা। টাকা না দিলে মেয়ের বিয়ে হবে না? নেই বা হ'লো, টাকা দিয়ে মেয়ে বিক্রী আমি ক'রবো না। দুই একজন এই সৎসাহস অবলম্বন ক'রলে, অনেকেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রবে।

টাকা দিয়ে মেয়ে বিক্রী করা হয় ব'লেই বিশ্বপালয়িত্রী নারী আজ নির্য্যাতিতা, পরিত্যক্তা। বারম্বার দেহ বিক্রয় করা সত্ত্বেও দেহখানা ড্যামেজ মালে পরিণত হয় না, সুতরাং দেহ বিক্রয় করা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। সে স্থলেও দোষী দাতারা।

গৃহলক্ষ্মীর মর্য্যাদা যদি এই শিক্ষিত ও ভদ্র বনাম কশাই সমাজে

থাক্‌তো, তাহ'লে পুড়ে-মরার যন্ত্রণা অবধি নারী বা বালিকারা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিত না। যে নারীকে স্রষ্টা, "পুরুষের আভরণ ও স্বর্গোদ্যানের সঙ্গিনী" আখ্যায় ভূষিত ক'রে মানবের সম্মানার্হ ক'রেছেন, সেই আভরণ আবর্জ্জনা-নিক্ষেপের মত পয়সা দিয়ে বিলিয়ে দেওয়া হয় ব'লেই, জগৎপিতার-দেওয়া আভরণ অর্থ-পিশাচেরা পদাঘাতে চূর্ণ করে। স্বর্গোদ্যানের সঙ্গিনীকে ত্যাগ করে।

তাই আজ বাঙলার ঘরে ঘরে অবহেলিতা যুবতী ও বালিকারা জাতির মস্তকে বিধাতার বজ্র কামনা করছে। অধিকাংশ স্থলে তাদের দেহ কুক্কুরদের-দেওয়া ব্যাধি-বিষে জর্জ্জরিত। তাদের সব-হারানো বুকফাটা নিঃশ্বাসে বাঙালী দ্রুতগতি ধ্বংসপথে অগ্রসর হচ্ছে। পিতা ভ্রাতাদের কর্ত্তব্যচ্যুতিরূপ মহাপাপে চাঁদের হাট অন্তঃপুর শ্মশান ও সোনার বাংলা গো-ভাগাড়ে পরিণত হ'চ্ছে। তার প্রতিকার করা চুলোয় গেল, সেই সব কর্ত্তব্যচ্যুত পাপীগুলো আবার নারীকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে আসে।

সুরমা। তারা শাস্ত্রাদেশ মেনে চ'লতে উপদেশ দেয়। স্ত্রীর প্রতি স্বামী যত খারাপ ব্যবহারই করুক, স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর আজ্ঞা পালন করা, তাকে সন্তুষ্ট রাখা, তার সেবা করা।

শেহিদা। কখনই নয়, উপদেশদাতা মিথ্যাবাদী। চিরপরাধীনা নারীর যদি এত কঠোর কর্ত্তব্য থাক্‌তে পারে, তাহ'লে সেই চিরস্বাধীন পুরুষের কর্ত্তব্য কত কঠোরাধিক কঠোর? জগৎপতি ঘুষখোর বিচারক নন যে পক্ষপাত বিচার ক'রবেন। মাতৃজাতির প্রতি এত দুর্ব্যবহার, বিশ্বপালয়িত্রী নারীর এত অবমাননা কি শাস্ত্রানুমোদিত হ'তে পারে! তর্কস্থলে স্বীকার ক'রছি, তাই যদি হয় তো সে শাস্ত্রের পরিণাম কি জান?—

চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে,
ভস্মরাশি ফেল তার কর্ম্মনাশা জলে !

সুরমা। তুই কি নারী-বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রবি ?

শেহিদা। পূজনীয়, কল্যাণীয়গণের সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রতে বুকে ব্যথা লাগে ; কিন্তু তাই ব'লে কি আমার আমিত্বকে অপমান ক'রতে দেবো ? আমার অধিকার-হরণকারীদের সঙ্গে, আমার অবমাননাকারীদের সঙ্গে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। তাদিগকে আমরা ব্যষ্টিভাবে স্বজনরূপে ভাল বাসবো, সমষ্টিরূপে তাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করবো। আমরা কারুর দাসী নই, ভোগের উপকরণ নই, আমরা ওদের জননী, ভগিনী, দুহিতা, সঙ্গিনী, সহযোগিনী ও সন্তানের মাতা। এই নারীত্ব এতই ক্ষণভঙ্গুর ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যে-শিক্ষায় পুরুষের চরিত্র সুগঠিত হয়, যে-জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে তাদের মনোপ্রাণ স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, সেই শিক্ষায় নারী-চরিত্র কলুষিত হ'য়ে যাবে, সেই জ্ঞানালোকে নারী বিপথে গিয়ে পড়বে ? তাহ'লে সে যাক, চাই না অমন ঘৃণিত নারীত্ব !

রাজপুতানার মেয়ের মত,
ক'রবো না হয় জহর ব্রত !

সুরমা। মেয়েদের না হয় বিদ্যাদিগ্‌গজ ও শিল্পী ক'রে দেওয়া হ'লো, কিন্তু যে ভাবে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা দিলে, তাতে শতকরা দশটা মেয়েও সহযোগী পাবে না। তবে কি তারা চিরকুমারী থাকবে ?

শেহিদা। তা কি থাকা যায় না ? অন্যান্য সমাজের কত মেয়ে চির-কৌমার্য্য ব্রত ধারণ ক'রে জাতির ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

সুরমা। অন্যান্য সমাজের কথা ছেড়ে দাও, হিন্দু-মুসলমান সমাজের ক'টা মেয়ে কুমারী থাকে ?

শেহিদা। থাক্‌তো একদিন যখন এরা মানুষ ছিল। নারী নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিল। এখন এদুটো সমাজে 'মানুষ' জন্মায় খুব কম, সুতরাং সব জাতের চেয়ে এদের অবস্থা শোচনীয়। দাস-ব্যবসায় লোপ পাওয়া সত্ত্বেও এদুটো সমাজের দাসী-ব্যবসায় পূর্ণ মাত্রায় চ'লেছে। মা বাপ যার কাছে টাকা দিয়ে বিক্রী করে, শত নির্য্যাতন উৎপীড়নেও তারই সংসারে প'ড়ে থাকতে হয়, তা সে ক্রেতা বেঁচে থাক বা ম'রে যাক।

সুরমা। তাহ'লে মেয়েদের জন্য কি ক'রতে হবে ?

শেহিদা। তাদের আত্ম-নির্ভরশীলা, সুগঠিত-চরিত্রা ও স্বাবলম্বিনী ক'রে দিতে হবে, দাসী-ব্যবসায়ের মূলোৎপাটন ক'রতে হবে।

সুরমা। নারী-শিক্ষালয় বা কার্য্যশালা কৈ ? পুরুষদের এত গরজ পড়ে নি যে, নারী-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে দেবে।

শেহিদা। কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে নারীকে। স্বজাতির দুঃখ বেদনার প্রতিকার চেষ্টা নারী না ক'রলে কারুর সহানুভূতি পাবে না। কাজ দেখিয়ে দশের সাহায্য সহানুভূতি আদায় ক'রতে হবে। স্ত্রী চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব র'য়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে নারী ডিস্পেন্সারি খুলুক, সমবায় সমিতি গঠন ক'রে নারী ব্যবসায় আরম্ভ করুক। পুরুষদের গরজ যে মোটেই নেই, আমি তা স্বীকার করিনি। কত দরিদ্র দম্পতি সন্তান সন্ততি নিয়ে বিব্রত; অভাবের তাড়নায় আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে উচ্চবৃত্তি অবলম্বন করে। তারা এবং পোষ্যভারে প্রপীড়িত গৃহস্থ নারী কার্য্যশালার দ্বারা অশেষ ভাবে উপকৃত হবে।

সুরমা। হাসালি ভাই, পুরুষে ক'টা সমবায় সমিতি গঠন ক'রেছে যে নারী ক'রবে?

শেহিদা। ও গো আমি নিখিল ভারতীয় নারী সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব ক'রছি না। মনে কর তুমি, তোমার দুই ননদ ও আমার দুই বোন এই পাঁচজনে হাজার টাকায় একটা দোকান ক'রবো। ক্রেতা হবে আমাদের আত্মীয়া বান্ধবীরা। আমাদের দৃষ্টান্তে আমাদের চেয়ে শিক্ষিতা, সাহসিকা মেয়েরা দু' হাজার টাকায় আর একটা কারবার ক'রবে, তারপর পাঁচ হাজারে আর একটা। এইরূপে ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। আমি রাতারাতি উমেন এণ্ড কোং হবার আশা বা আদেশ ক'রছি না।

সুরমা। একাজে তোমাদের সাহায্য ক'রবে কারা?

শেহিদা। সেই সব যুগভেরী-বাদক, যারা মা বোনদের কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান ক'রছে, কিন্তু কাজের প্রারম্ভে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্যের সাহায্য আমরা নেবো না। আমাদের ঘরে উচ্চমনা উৎসাহী ছেলের অভাব নেই। আমাদের সংঘবদ্ধ হবার ও দাসীত্ব রহিত করবার এই প্রকৃষ্ট পন্থা, এই উপায়েই আমাদের ভিক্ষুকের হীনতা ঘুচ্‌বে।

সুরমা। আর পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, শ্বশুর চাঁদপানা মুখ ক'রে তাই ক'রতে দেবে? ঘর হ'তে বার ক'রে দেবে, সেজন্যে প্রস্তুত থেকো।

শেহিদা। কিছু ক্ষতি নেই, বরং নির্ঝঞ্ঝাটে কাজের সুবিধাই হবে। ওদের ঘরে কি আমরা ব'সে খাই? ওদের সংসারে যে পরিশ্রম করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা কঠিন তো নয়ই বরং সহজ। আর সুবিধা এই যে আর্থিক স্বাধীনতা এবং "আমার" ব'লতে আমাদের কিছু থাক্‌বে। পরমুখাপেক্ষী হবার দুঃখ থাক্‌বে না।

সুরমা। আর এক প্রকার চোরের ভয় আছে জান? কাঙালিনী নারীও অমূল্য রত্নের অধিকারিণী।

শেফালি। জানি, কিন্তু কাল্পনিক ভয় যত বেশী, বাস্তব ভয় তার অনেক কম। কাজ করা মানে যত্র তত্র অবাধগতি ও যার তার সঙ্গে মেলামেশা নয়। কর্ম্মীর সময়ের মূল্য আছে, কর্ম্ম ও সদিচ্ছা মানুষকে শান্ত করে, সংযত করে, স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় না। হিতৈষী বন্ধু এবং সজ্জন কর্ম্মী ছাড়া কারুর সঙ্গে আমাদের সংস্রব থাকবে না, তা-ও আবশ্যকের অতিরিক্ত নয়। ভয় নেই দিদি, এ-ডাকিনী-চক্রের মধ্যে কোন ব্যাটা আসবে না। তুমি কি মনে কর যে, অভিভাবকরূপ বডী গার্ডদের দৃষ্টির বাইরে গেলেই আমরা অসহায়, অরক্ষিত হ'য়ে প'ড়বো? তা হবে না। শত্রু-মিত্র দুই নিয়েই সংসার, সুতরাং অনেক উদারচেতা পুরুষ পিতা ও পুত্ররূপে জননী ও দুহিতা জ্ঞানে স্নেহ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেবে।

সুরমা। ব'লিস কি লো! লোকে ব'লবে কি, সমাজ যে এক-ঘ'রে ক'রবে!

শেফালি। ব'য়েই যাবে। সমাজ আমার দুঃখ দৈন্যের মীমাংসা ক'রবে, আমার প্রতি অন্যায়, অবিচারের প্রতিকার ক'রবে? সমাজ নিয়ে আমি নই—আমাকে নিয়ে সমাজ। দশজনে মিলে আবার নূতন সমাজ গ'ড়ে নেবো।

সুরমা। কাকে নিয়ে গ'ড়বে? ছেলে মেয়ে কিন্তু তারা কেড়ে নেবে।

শেফালি। কেন, আমরা কি দিগ্বিজয়ে বেরুচ্ছি? কাজ করা মানে তো স্বজন সংসার ত্যাগ করা নয়, ওরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, আমরা অন্যায় অসঙ্গত আবদার ক'রছি না। কেড়ে নিলেই

দেবো? কুমারী মেয়ে, ছোট ছেলে মা ছাড়া থাকবে কার কাছে?

সুরমা। চণ্ডনীতিতে পারবে ওদের সঙ্গে? জোর ক'রে কেড়ে নেবে কি ক'রবে?

শেহিদা। চণ্ডনীতি চণ্ডীরাও জানে।

সুরমা। তর্কস্থলে তোমার কথাই স্বীকার্য্য। ধেড়ে মেয়ে আর কচি ছেলে নিয়ে সমাজ গ'ড়বে, কিন্তু শিশুরা বড় হ'য়ে প্রৌঢ়া বিয়ে ক'রবে, পুরুষ-প্রকৃতি না হ'লে সমাজ গ'ড়বে কি দিয়ে?

শেহিদা। স্থিরোভবঃ ব্যস্তবাগিশ! মাদী পুরুষ নয়, পুরুষ সিংহেরও অভাব হবে না। নির্ম্মল মন, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, উদার প্রাণ ও অটল সঙ্কল্পধারী শত শত তরুণ কর্ম্মবীর মা ব'লে ছুটে আসবে আমাদের ক্রোড়ে। ধ্বংসকে তারা ভয় করে না, জীর্ণ পুরাতন ভেঙে নূতন গ'ড়তেই স্রষ্টা তাদের সৃজন ক'রেছেন। মাতা পুত্রগণে মিলে আমরা অবহেলে নূতন সমাজ গ'ড়ে নেবো।

সুরমা। শহু! তোমার চেয়ে বয়সে আমি বড়, সুতরাং অভিজ্ঞতার দাবীও আমার বেশী; কিন্তু যে আশার বাণী তোমার কাছে শুনলাম, তা শুনবার আশা করি নি কখনও। মুক্তির অগ্রদূত দূতীগণ! বাঞ্ছাকল্পতরু তোমাদের সাধনা সিদ্ধ করুন। জাতির ইতিহাসে তোমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাক্। পুরুষ-সিংহ পুত্রগণের বীরবিক্রমে দেশ মাতৃকার চরণ শৃঙ্খল খসে পড়ুক, সাধিকা কন্যাগণের সাধনায়, জাতির মুমূর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চার হোক, মাতার কর্ত্তব্য পালন ক'রে মা নাম সার্থক ও নারী-জন্ম সফল কর।

গৃহহীনা

পত্রপুষ্পশোভিত, গন্ধামোদিত, হাস্যগীতমুখরিত বিবাহ সভা। নিমন্ত্রিতা মহিলাদের হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কারে ও বিচিত্র বর্ণের বেনারসীতে বিদ্যুতালোক পড়ে' ইন্দ্রধনুর স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে। প্রকাণ্ড হল কামরা, কিন্নর-কন্যাদের প্রমোদাগার বলে ভ্রম হচ্ছে।

উক্ত মহিলা মজলিসের একান্তে জনৈক অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী শুষ্ক ম্লান মুখে উপবিষ্ট। যুবতীর কৃষ্ণতার নয়ন দুটি তার বিষাদক্লিষ্ট অন্তরের দর্পণস্বরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে ও অসহায় দৃষ্টি যেন নিখিলের করুণা-ভিক্ষা করছে। রোগপাণ্ডুর বদনে ও শীর্ণদেহে ব্যাধির জয়পতাকা উড্ডীয়মান হওয়া সত্ত্বেও, তার পূর্ব্ব লাবণ্যের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাহার জ্বলজ্বলে নয়ন ও ধনুকাকৃতি যুগ্ম ভ্রূ।

তিন চারিজন মহিলা আসন গ্রহণ করলে, কর্ম্মকর্ত্রী নবাগতাদের সহিত সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরস্পর অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদনান্তে সময়োচিত আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্ব্বোক্তা যুবতী, নবাগতদের একজনের উদ্দেশ্যে বলল, আপা! আমাকে চিনিতে পার?

নবাগতা। ক্ষমা ক'রবেন, স্মরণ হ'চ্ছে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিচয় দিলে সুখী হব।

যুবতী হেসে ব'ল্ল, আপা! (দিদি) আমি রাবেয়া। নবাগতা মহিলা পূর্ব্বোক্তা যুবতীর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী রাকেয়া।

রাফু। তুমি রেবা! এমন পরিবর্ত্তন তোমার হ'লো কি ক'রে!

রেবা। সত্যি চিন্‌তে পারনি?

রাফু। চেনবার উপায় মোটেই নেই। রোগে রূপ নষ্ট হয় সত্যি, কিন্তু তার সঙ্গে মানসিক ব্যাধি যোগ না হ'লে মানুষ এত বিশ্রী হ'তে পারে না। কটক যাবার কিছুদিন পরে তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, সাহেব ছুটি না পাওয়ায় আসা হয়নি। চার বছরের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন! তোমার রূপ-লাবণ্য কি ধার করা ছিল?

রেবা। বিয়ের পর শরীফজাদীদের রূপ-লাবণ্য থাকতে নাই।

রাফু। অর্থাৎ শরীফজাদীদের বিয়েই বেশীর ভাগ বিষে পরিণত হয়, সুতরাং জীবনও বিষিয়ে ওঠে। তোমার খোকা কেমন ও কত বড় হ'য়েছে, শ্বশুর বাড়ী, না বাপের বাড়ী হ'তে এসেছ? কোন্ কথা আগে কোন্ কথা পরে জিজ্ঞাসা করি, তোমায় দেখে অশ্রু সম্বরণ ক'রতে পাচ্ছি না। দেখে দিতে ক্রটী করেন নি, যোগ্য পাত্রে সমর্পিত হ'য়েও এত দুরবস্থা।

রেবা। গোড়াতেই গলদ। দেখার ভিতরেই ক্রটি থেকে যায়। যার মনুষ্যত্বের প্রমাণ নেওয়া দরকার, তার গোলামীর উচ্চতা মাপা হ'য়ে থাকে। টাকার বস্তা যাদের মতে মনুষ্যত্বের মাপকাটি, তারা যোগ্যাযোগ্য বেছে নেবে কি ক'রে? দেহবিক্রয়কারী লোভীরাও দেখে কত টাকায় বিক্রী হ'তে পারবে। উভয় পক্ষে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির ফলে মরে হতভাগীরা।

রাফু। জগতে নির্লোভ কেউ নয় বোন, সীমার বহির্ভূত হ'লেই মানুষ পিশাচে পরিণত হয়। মাম্মা (মামা) যা দিয়েছেন, তা তাঁর অবস্থানুযায়ী হ'লেও সে লোকটার তপস্যার ফল, তদুপরি তোমা হেন স্ত্রী। তুচ্ছ নগণ্য একটা শুঁড়িখানার সর্দ্দারএর আশাতীত।

রেবা। ও সব অপরিহার্য্য পাওনা। শুঁড়ীখানার সর্দ্দারী না ক'রে মটর হাঁকিয়ে বেড়াবার যোগ্য জমীদারী চায়।

রাফু। অপেক্ষা ক'রলে সমস্তই পেতে পারতো।

রেবা। অপেক্ষা বুদ্ধিমানে করে না। কে আগে ম'রবে, তার ঠিক কি, বিশেষতঃ লম্পট মদ্যপায়ীরা।

রাফু। এতে বোঝা যায় যে, হয় ক্ষয়রোগে তার জীবনীশক্তি নষ্ট হ'য়ে আসছে, নচেৎ সে খুব শীগ্‌গীর কারাগার বা বাতুলালয় আশ্রয় ক'রবে।

রেবা। আপাততঃ ও সবের একটাও নয়, শীগগীর ব্যবসায় ক'রবে।

রাফু। কিসের ব্যবসায় ?

রেবা। ও সব লোক যে ব্যবসায় করে—অর্থাৎ দেহ বিক্রয়।

রাফু। সব বুঝলাম। হেঁয়ালী ছেড়ে তোমার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস বল। এবার দেহ বিক্রী হবে না, ড্যামেজ দেহ দান ক'রবে।

রেবা। আমার পিতা আমাকে উৎসর্গ করবার দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ ক'রে দেবতার আগমন প্রতীক্ষা ক'রেছিলেন। এমন সময় আমার জীবনাকাশে ধূমকেতু স্বরূপ, আমাদের সহরে এক মুন্সেফ উদয় হ'লেন। তাঁর বিক্রয়যোগ্য একজোড়া ছেলে ছিল, তারই বড়টার সঙ্গে এক সপ্তাহের কথায় আমার উদ্বাহ বা উদ্বন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হ'য়ে গেল। গোলামীতে রংএর নয় ফোটা এবং লোকগুলো বর্ণচোরা ছিল, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে দুই একজনের নিকট সন্তোষজনক সংবাদই পাওয়া গিয়েছিল। উৎসর্গ ক্রিয়ায়, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সংবাদ নেওয়ার রীতি না থাকায়, তাদের সব কালিমা ঢাকা র'য়ে গেল। চৌথির (ফুলসজ্জার) দিন মুন্সেফ সাহেবের পরিবারের, এমন কি তাঁর দাসী চাকরদের পর্য্যন্ত

যা পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে আমাদের আত্মীয় বন্ধুগণ আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

রাফু। কারণ কি?

রেবা। তাঁদের দাসীদের ও আমার গাড়ী পাল্কীভাড়া দেওয়া হয়নি।

রাফু। বউ নিয়ে যাবার খরচও বউএর বাপের কাছ থেকে নিতে হয় নাকি?

রেবা। পুত্রবিক্রয়কারী, স্ত্রীর আঁতুড় খরচ ধ'রে নিতে চায়। যাক, উক্ত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ মুন্সেফ সাহেব তাঁর ছেলেকে জোড়ে আসতে দিলেন না এবং অনেকের নিকট আমাকে তালাক দেওয়াবার প্রতিজ্ঞা ক'রলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর যোগ্যপুত্র তদ্দেশীয় জনৈক ধনী ব্যক্তির পুত্র পরিচয়ে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'য়ে সেই কুমারীর অলীক অপবাদ প্রচারে নিজের হীনশক্তি নিয়োজিত ক'রেছিল এবং অকৃতকার্য্যতার মূল জেনে তার পিতাকে অপমান করবার সুযোগ খুঁজছিল; যাক্ সে কথা। এ-ক্ষেত্রে তিনি একটু সৎসাহস দেখালেন পিতার আদেশ অগ্রাহ্য ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়ালেন। লোকে ভাব্‌ল, "জামাইটি বিবেকচালিত, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে।" বিয়ের দেড় মাস পরে উক্ত বিবেকচালিত লোকটা স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'রে চরম কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিল।

রাফু। বল কি! মা'মীমা কি বল্লেন?

রেবা। হলফ ক'রে ব'লতে ও প্রমাণ দিতে বল্লেন।

রাফু। তারপর?

রেবা। সপ্তাহ দুই পরে এসে মা'র পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলে পর সব মিটে গেল। যথাসময়ে আমার খোকা হ'লো। সে তখন কর্ম্মস্থান

রাজসাহীতে ছিল। আমার বিয়ের পর হ'তে আব্বা (বাবা) আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন। আমাকে আসন্নপ্রসবা জানাবধি তাঁর অসন্তুষ্টি বিরূপতায় পরিণত হ'য়ে দাঁড়ালো, অতএব "দূর হ'য়ে যাও" তাঁর বক্তব্য হ'লো।

রাফু। তিনি চিরকাল রুক্ষমেজাজী, কিন্তু স্ত্রীকন্যাকে দূর করবার আগ্রহ হ'লো কেন?

রেবা। কেন আবার কি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের রুক্ষতা হিংস্রতায় পরিণত হয়। খোকার জন্মের পর আমি জীবন-সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত হ'লাম। চিকিৎসা করানো দূরের কথা, আমার ধনী পিতা ধাত্রী-বিদায় পর্য্যন্ত ক'রলেন না, খোকাকেও দেখলেন না! পাঁচ মাস পরে মাকে ঋণগ্রস্ত ক'রে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'য়ে উঠলাম; কিন্তু চিকিৎসক আরও ছয় মাস তাঁর বা অন্য কোন স্ত্রী-চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাক্‌বার ব্যবস্থা দিলেন। এই সময় আমার স্বামী আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার ও নিজ কর্ম্মস্থানে নিয়ে যাবার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ এবং অনুনয় করেন। আব্বার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হ'য়ে, মা সেই অবস্থাতেই আমাদের পাঠাতে রাজী হ'লেন; কিন্তু স্বামী আমায় একা নিয়ে যেতে সাহস ক'রলেন না। আব্বাকে সম্মত ক'রে মাকেও নিয়ে গেলেন। যাবার পরদিন পীড়া পূর্ব্বরূপ ধারণ করল। লেডী ডাক্তার মন্তব্য লিখলেন, "সাংঘাতিক পীড়ার উপর পথশ্রম পীড়া বৃদ্ধির কারণ।"

ডাক্তারের মন্তব্য শ্রবণে স্বামী মহোদয় মা'র উপর বিরক্ত হ'লেন। তাঁর বিশ্বাস, মা'র শিক্ষানুযায়ী ডাক্তার মন্তব্য লিখেছে। সপ্তাহ দুই পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হলাম। পূর্ব্ব চিকিৎসকগণ যে পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, লেডী ডাক্তারও সেই ব্যবস্থা দিলেন। এক মাসের উপযোগী ঔষধ মা নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ঔষধ ফুরিয়ে গেলে পর শত অনুরোধেও

ঔষধ আনিয়ে দিলেন না। অ[illegible]া ও কুপ[illegible] ক্রমে রোগের সব উপসর্গ দেখা দিল। মাসের শেষে আমি শয্যা গ্রহণ ক'রলাম এবং মা-ও খোকা পীড়িত হ'য়ে প'ড়লো। সময় বুঝে আমার পতি নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রলেন।

রাফু। কি রকম ?

রেবা। নূতন কিছু নয়, তার স্বভাবসুলভ দুর্ব্যবহার। মা'র সঙ্গে এমন আচরণ আরম্ভ ক'রল যে, কোন ভদ্রলোক চাকর চাকরাণীর সঙ্গেও তা ক'রতে লজ্জা বোধ করে। শেষে আব্বা ও নান্নার সহিত মা'র চিঠি-পত্র আদান প্রদান বন্ধ হ'য়ে গেল।

রাফু। বল কি ! ওদের চিঠি-পত্র বন্ধ ক'রলে কেন ?

রেবা। তার বিশ্বাস যে, মা তার কল্পিত নিন্দায় আব্বা ও নান্নার (মাতামহের) মনে খারাপ ধারণা জন্মে দিচ্ছেন।

রাফু। এযে সেই "ঠাকুর-ঘরে কে ? না আমি ত কলা খাই নি"র মত দোষ স্বীকার করা। এতেই তার অপরাধ প্রমাণ হ'য়ে গেল।

রেবা। তা হয় নি। আমার জ্ঞানী, প্রবীণ নান্না নাতজামাইয়ের অমানুষোচিত ব্যবহারে মেয়ের দোষেরই প্রমাণ পেয়েছিলেন।

রাফু। তাতো পাবেনই। যতবড় জ্ঞানীই হোক যে জাতের মস্তিষ্কের কোষ সমূহ, গাধার মস্তিষ্ক দ্বারা (১) স্রষ্টা পূর্ণ ক'রেছেন, সে জাতটা আবার বিবেচনা-শক্তি পাবে কোথায় ? ওদের একজনের নিকট নিগৃহীত হ'য়ে অন্যজনের নিকট অভিযোগ করা, আর চোরের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে ডাকাতের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া একই কথা। মামীমাও তাই ক'রেছিলেন না কি ?

---

(১) মতিচর দ্বিতীয় খণ্ড

রেবা। তোমার কি মনে হয়?

রাফু। আমার বিশ্বাস, তিনি তা করেন নি।

রেবা। তাঁকে তুমি চেন, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে তোমার ধারণা অভ্রান্ত। যাক, অতঃপর স্বামী মহোদয়ের লিখিত,—আমাদের কল্পনাতীত অন্যায়, অসদ্ব্যবহারপূর্ণ চিঠিগুলো নান্নার দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হ'লো। তখন আমরা শয্যাগত পীড়িত। তখন ঝগড়ার সময় নয় এবং জামাই বাড়ী যে ঝগড়া করবার স্থান নয়, সে কথা নান্না বা আব্বা বুঝ্‌লেন না, তাঁরা আমাদের উপদেশ দিতে এলেন।

রাফু। কি উপদেশ দিলেন?

রেবা। তাঁর নাতজামাইএর নিকট ক্ষমা চাইতে ব'ল্লেন, পরকালের ভয় দেখালেন।

রাফু। অর্থাৎ তিনি যেন পরকালের ফেরৎ। কিম্বা পরকাল শুধু মেয়েদেরই আছে, পুরুষদের সেটুকুও নেই। নাতজামাইকে কি ব'ল্লেন?

রেবা। আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন।

রাফু। অনুরোধ রক্ষা হ'য়েছিল?

রেবা। কাবিন ও আমার পিতৃদত্ত মূল্যবান গহনা ইত্যাদি জামিন রেখে, আরও কিছুদিন পরে এক সপ্তাহের জন্য পাঠাতে সম্মত হ'লো।

রাফু। বল কি, এঁরা তাতে অপমান বোধ ক'র্‌লেন না?

রেবা। অপমান কিসের? গাধার লাথি গাধাই খায়। শেষে আব্বাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে এবং গহনা ইত্যাদি জামিন নিয়ে এক সপ্তাহের করারে পাঠিয়ে দিলেন। আসার তিন দিন পরে পীড়া পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সপ্তাহ পরে যাওয়া তো হ'লোই না, উপরন্তু মা ঋণ

জালে জড়িত ও হুজুরদের আবর্জ্জনা-নিক্ষেপের ভাগাদায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন।

রাফু। আবর্জ্জনা নিক্ষেপ কি ?

রেবা। আমাকে বিদায় করা।

রাফু। সেই অবস্থায় ?

রেবা। নিশ্চয়ই। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপ-ভয় নেই ?

রাফু। বটে! প্রবঞ্চনা যাদের নিত্যকর্ম্ম, তাদের আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ-ভয়! তাই বল যে, তোমার ত্রাণকর্ত্তাদের নিকট তোমার জীবন মূল্যহীন, বাস্তবিই তাদের পক্ষে তুমি আবর্জ্জনাস্বরূপ।

রেবা। যাক, তিন মাস পরে অন্ন-পথ্য পেলাম। সেই দিন হ'তে নান্না দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে বিদায় করবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন ও এক জোড়া চিকিৎসক আমার জন্য "ছয় মাস স্বামী সন্দর্শন নিষেধ" ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং সজামাতা নান্না, নাতজামাইকে দ্বিতীয় বিবাহ করবার আদেশ দিলেন। আর সে লোকটার ব্যবহারের কথা ব'লতে ঘৃণা হয়! উক্ত ত্রিমূর্ত্তির ত্রিধার রসনায় ম'ার নিন্দার ত্রিস্রোতা প্রবাহিত হ'য়ে চললো।

রাফু। বল কি!

রেবা। যা ঘ'টেছিল তাই বল্‌ছি।

রাফু। তারপর ?

রেবা। আমার কাবিন, তার দ্বিতীয় বিয়ের পক্ষে সুবিধার নয় ব'লে বা তখনও আমার ব্যাধি তার আশানুরূপ দুরারোগ্য হয় নি কিম্বা আমার গুরুজনদের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পারে নি বলে দ্বিতীয় বিয়ের পরিবর্ত্তে আমার জীবনের উপরেই তার বেশী লক্ষ্য হ'ল সুতরাং আমাকে জীবন্মৃত ক'রতেই বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়ালো।

রাফু। অর্থাৎ ?

রেবা। আমার চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটান, আর ছলে কৌশলে নিয়ে গিয়ে অচিকিৎসায় অনিয়মে রোগ বৃদ্ধি করিয়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর ক'রে দেওয়ার চেষ্টা হ'তে লাগ্‌ল। তার প্রধান সহায় আমার পূজনীয় পিতা ও মাতামহ। চার মাস পরে চিকিৎসকদ্বয় চেঞ্জের ব্যবস্থা দিলেন। শৈল-প্রবাসে যাবার আয়োজন শেষ হ'য়েছে। তৃতীয় দিনে যাত্রা করা হবে, এমন সময়ে পতি-দেবতার শুভাগমনে যাত্রা স্থগিত হ'য়ে গেল এবং নান্না চিকিৎসদ্বয়কে পর্য্যন্ত স্বমতে আনবার চেষ্টা ক'রতে লজ্জা বোধ ক'রলেন না।

রাফু। সাক্ষী তালিম দেওয়া অভ্যাস যাবে কোথায়, আর দোষ কেবল তাদেরই নয়, হৃদয়ের বিনিময়ে শ্রষ্টা ও দিয়েছেন স্রেফ বিবিয়।

রেবা। ক্রমে আমি নান্নার বাড়ীর টিকটিকির পর্য্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লাম, অগত্যা বাধ্য হ'য়ে মা আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিলেন। সম্পূর্ণ করায়ত্ত ক'রে সে আমাকে তিলে তিলে হত্যা ক'রেছে। দুটি বৎসর আত্মীয় স্বজনদের মুখ দর্শনে এমন কি পত্রদ্বারা তাদের সহিত কুশল আদান প্রদানের অধিকারেও বঞ্চিত রেখেছিল। তার উপর নির্য্যাতন যে কি ভীষণ, তা প্রকাশের শক্তি আমার নেই; আছে সর্ব্বাঙ্গে তার চিহ্ন ও অন্ত্রে, মস্তিষ্কে সেই নির্য্যাতনের চিরস্থায়ী প্রভাব। আড়াই বছরের পাশবিক নির্য্যাতনে পদার্থহীন জীবন্মৃত ক'রে আমার পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি ক'রে নিয়ে জল্লাদ-দস্যু পনের দিনের করারে আমায় নান্নার বাড়ী বেড়াতে পাঠিয়েছিল। যেতাম ও ঠিক পনের দিন পরে, কিন্তু সেই কুক্কুরের-দেওয়া ব্যাধি-বিষ মিশ্রণে, যন্ত্রণাদায়ক স্ত্রীব্যাধির প্রকোপে আটটি মাস শয্যাগত ছিলাম; সুতরাং নান্না বা আব্বা ফুরসৎ পাননি বিদায় করবার। তখন ফুরসৎ না পেলেও এখন

সুদে আসলে আদায় ক'রতেন, কিন্তু মা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় পেরে উঠলেন না।

রাফু। কি ভয়ানক! এখন তোমার নান্না ও আব্বা কি প্রতিকার ক'রতে চান?

রেবা। একবার দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিতে ব'ল্লেই, আমার নিকটে মোক্তারনামা লিখিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিতে চান এবং ভবিষ্যতে দরকার হ'লে উক্ত মোক্তারনামার বলে মামলা ক'রে আমায় উদ্ধার ক'রবেন ব'লেছেন।

রাফু। অর্থাৎ "দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়, আপীলে খালাস ক'রে নেবো" ব'লেছেন! মামীমা কি বলেন?

রেবা। গৃহস্বীনা এখন বিদ্রোহিনী, সুতরাং তাঁর সাক্ষাতে হুজুররা বোবা সাজেন।

রাফু। এখন কি ভাবে চ'ল্ছে?

রেবা। রোগ ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ। মাতাপুত্রে বাজি রেখে রোগ ভোগ ক'রছি। চিকিৎসার ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে, মা ঋণগ্রস্ত হ'য়েছেন কিন্তু আরোগ্যের অনেক দেরী। চিকিৎসকদের দুটি বছর সুচিকিৎসা, চেঞ্জ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পেলে সারতেও পারবো।

রাফু। এখন নান্নার ওখানে, না বাড়ীতে আছ?

রেবা। নান্নার ওখানেই আছি। বাড়ীই যদি থাকতো, তাহ'লে এদশা হ'বে কেন। আব্বা নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট জিদ ক'রছেন। যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু এহেন মানসিক অবস্থায় তাঁর দুর্ব্ব্যবহার সহ্যাতীত। উচ্চস্বরে কথা ক'ইলে আমার বুক কাঁপে, এ অবস্থায় তাঁর কাছে থাকা অসম্ভব ম'নে হয়।

রাফু। বড় দুঃখের বিষয় রেবা! তোমার তিন কুল জাজ্বল্যমান, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা এবং পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মাতার বক্ষে তুমি গুরুশিলাস্বরূপ। দুর্ব্বহ জীবন আর কাকে বলে!

রেবা। ও কি ব'লছো আপা! মাতার বক্ষে গুরুশিলা বা জীবন দুর্ব্বহ হ'তে যাবে কেন? ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্রষ্টা আমায় সৃজন করেন নি যে, তাকে বা তার নিকটে সদ্ব্যবহার না পেলে জীবন দুর্ব্বহ মনে হবে। দুর্লভ মানব জন্ম সফল ও সার্থক করবার সহস্র পথ খোলা র'য়েছে। দুঃখের পর সুখ বিধির বিধান, বাঞ্ছাকল্পতরু আল্লাহ্ আমাদের দিন অবশ্যই দেবেন—যখন আমা হেন নির্য্যাতিতাদের ও মা'র ন্যায় উৎপীড়িতা অধিকারবঞ্চিতাদের আশ্রয় ও তাদের প্রাণের ক্ষতে প্রলেপ দিতে সমর্থ হবো। সেই জন্যই সারৃতে চাই, বাঁচবার মত বেঁচে থাক্‌তে চাই। এই প্রেরণা না এলে বাস্তবিকই জীবন দুর্ব্বহ হ'তো।

রাফু। সব বুঝলাম বোন, কিন্তু তুমি যে আজও সংসারজ্ঞানহীনা বালিকা। মা'র নিন্দা প্রশংসা সমজ্ঞান, কারণ তিনি যথেষ্ট পোড় খেয়েছেন এবং তার পুরস্কার স্বরূপ কঠোর সংযমও আয়ত্ত ক'রতে পেরেছেন, কিন্তু তুমি কি তা পারবে? তাছাড়া বয়সের স্বধর্ম্ম ব'লেও একটা কিছু আছে। সৎকর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাপ্য নিন্দা, অপবাদ ও লাঞ্ছনা; সে সব সহ্য ক'রে লক্ষ্য স্থির রাখা বড় কঠিন।

রেবা। তোমার সব কথাই সত্য, কিন্তু বড় করুণায় করুণাময় দুঃখ বেদনার আঘাতে প্রাণে আগুণ জ্বালিয়ে দেন। এ আগুণ অতুল সম্পদ। এই পবিত্র আগুণে মানুষের মানসিক কলুষ পুড়ে ছাই হয় ও প্রাণে বিরাটত্ব আনয়ন করে, তখন সে নিজের চাইতে অনেক বড় কাজ ক'রতে সক্ষম হয়।

রেবা। মঙ্গলময় এলাহি! দুঃখ বেদনারূপ চকমকির ঘর্ষণে

আজন্মসুখ-পালিতা পুরমহিলার হৃদয়ে কী পবিত্র হোমানলই জ্বেলেছ! তোমার মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হউক মঙ্গলময়। লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতাদের বুকের হোমানলে অন্যায় অশুভ পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাক যাক। অধিকারবঞ্চিতা, গৃহহীনাদের আত্মোৎসর্গ বিশ্বে বিরাট মঙ্গল আনয়ন করুক।